আজি যে রজনী যায়

বুদ্ধদেব হালদার

BanglaBook.org

আজি যে রজনী যায়

বুদ্ধদেব হালদার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্ল্যা ট ফ র্ম

AJI JE RAJANI JAY
A Bengali Novelette
by Buddhadeb Halder

ISBN: 978-93-90725-00-7

প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্বত্ব লেখক

প্রচ্ছদ সুপ্রসন্ন কুণ্ডু

প্রকাশক
তন্ময় কোলে
প্ল্যাটফর্ম প্রকাশন) সিঙ্গুর) হুগলি
যোগাযোগ: ৯০৬২৭৬০২৮৪

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ: আক্ষরিক) রাধানাথ মল্লিক লেন)
কলকাতা ৭০০ ০১২

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না) কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স) ইলেকট্রনিক্স বা অন্য কোনও মাধ্যম) যেমন ফটোকপি) টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সম্বলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক) টেপ) পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

মূল্য: ২২৫.০০

উৎসর্গ

হঠাৎ করে যাঁর এই চলে যাওয়া আমি কোনদিনও মেনে
নিতে পারব না
পিতা শ্রী হরিসাধন হালদার
চিরজীবিতেষু

ভূমিকা

২০০৭-২০১০ সালের কালসীমানাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এই গল্পের কাহিনি। পশ্চিমবঙ্গের তুমুল রাজনীতিতে যখন এক ঐতিহাসিক পালাবদল ঘটতে চলেছে) ঠিক তখন এই বাংলার কোনও এক প্রত্যন্ত গ্রামের একজন মা ও তার ছোট্ট ছেলের গল্প এটি।

এই উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণ থেকে কাহিনি নির্মাণ— সবটাই কাল্পনিক।

— বুদ্ধদেব হালদার

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ভালো থেকো ফুল) মিষ্টি বকুল) ভালো থেকো।
ভালো থেকো ধান) ভটিয়ালি গান) ভালো থেকো।
ভালো থেকো মেঘ) মিটিমিটি তারা
ভালো থেকো পাখি) সবুজ পাতারা
ভালো থেকো চর) ছোটো কুঁড়েঘর) ভালো থেকো।
ভালো থেকো চিল) আকাশের নীল) ভালো থেকো।
ভালো থেকো পাতা) নিশির শিশির
ভালো থেকো জল) নদীটির তীর

ভালো থেকো) ভালো থেকো) ভালো থেকো।

— হুমায়ুন আজাদ

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এক

আকাশ কালো হয়ে রয়েছে। কেমন থম মেরে আছে প্রকৃতি। বৃষ্টিটা একনাগাড়ে হচ্ছে। যদিও এখন একটু থেমেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য। আবার হয়তো শুরু হবে মুহূর্ত পরেই। বর্ষাকালের এই তো চরিত্র।

মাটির ঘরের ছোট্ট একটা জানলা। সেখান থেকে মুখ বাড়াচ্ছে জগু। জগু অর্থাৎ জগন্নাথ বাজগা। সনকার ছেলে। বয়েস আট। তিন কেলাসে পড়ে। খিদেতে তার পেট জ্বলে যাচ্চে। অথচ তার মা কিংবা দিদির কোনও হেলদোল নেই। তারা ভেতরের গোয়াল ঘরের কাছে রাঁধতে বসেচে। একবাটি মুড়ি অনেকক্ষণ আগে তাকে দিয়ে গেছিল। কিন্তু মুড়িতে কি খিদে মেটে? তাই অভিমানে জানলার কাঠে মুখ রেখে বাইরের বড়ো তেঁতুলতলী আমগাছটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। বেশ কিছুক্ষণ হল বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু গাছেদের পাতায় জমে থাকা জল টপটপ করে এখনও ঝরে পড়ছে। ওদের বাড়ির সামনেটা কাদায় ভরে আছে। বাড়ির আশেপাশে বনজঙ্গল আর ঝোপঝাড় ছাড়া অবশ্য কিছু নেই। এই

হেঁতালদুনি গ্রামে লোকজন এমনিতেই কম। তার উপর এটা ভাদ্র মাস। অর্থাৎ কদিন পরেই দুর্গাপুজো। এই সময় গ্রামের সমস্ত মরদ বাইরে কাজে বেরোয়। প্যান্ডেলের কাজে তারা সব কলকেতায় থাকে। কেউ কেউ ভিন শহরে যায়। এসবই সে দিদির মুখে শুনেছে। তার জামাইবাবুও তো প্যান্ডেলের কাজে বাইরেই রয়েচে। সেই সুদূর উড়িষ্যায়।

ওদের বাড়ির কাছেই একটা পুকুর রয়েছে। পুকুরের ওপারে নলখাগড়ার সবুজ ঝোপ। উলুবন। এছাড়া জলজ ঘাসের জঙ্গল। আর এপারের যে সরু রাস্তাটা রয়েছে, সেটা ধরে সোজা হাঁটা দিলে তাদের ইস্কুলের সামনে গিয়ে ওঠা যায়। ওদের ইস্কুলের নাম তরুণসংঘ নৈশ বিদ্যালয়। গ্রামের লোকে অবশ্য 'নাইট ইসকুল' বলে। কেন বলে তা জানা নেই জগুর। সে দুদিন স্কুলে যায়নি। এত বৃষ্টিতে কেউ যায় নাকি? তাছাড়া গিয়েই বা কি হবে? বর্ষার সময় স্কুল বন্ধ থাকে। ছেলেমেয়েরা যে যার ঘরেই থাকে। কেউ বাইরে বাহির হয় না।

'এই জগা। শুনে যা দিকি একবার।'

দিদির গলা পাওয়া গেল। ভেতরের ঘর থেকে ডাকছে তাকে।

সেদিকে একবার তাকাল জগন্নাথ।

দিদিকে ভেঙচি কেটে নকল করে মৃদুস্বরে বলল, 'শুনে যা দিকি একবার? কেন? কী হয়েচে? শুনতে যাব কেন শুনি?'

নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে উঠল সে।

কোনও সাড়া না পেয়ে এবারে আরও দ্বিগুণ স্বরে ডাকল তার দিদি— 'কী রে জগা? কানে কতা যায় নে তোর? ডাকলুম তো ইদিকে?'

BanglaBook.org

জানলা থেকে মুখ সরিয়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নীচে নামল। মাটির ঘরদোর। দেওয়াল ঘেরা জায়গার মধ্যেই তাদের ছোট্ট বাড়ি। একটা গোয়ালঘর। মাটির দালান। প্রশস্ত উঠোন। উঠোনের মাঝখানেই তুলসীমঞ্চ। সেখানে রাধাকৃষ্ণের মাঝারি দুটো মূর্তি রয়েচে। এছাড়া বাড়ির লাগোয়া দুটো গাছ। একটা সবেদা। অন্যটা নিমগাছ। দুটোই খুব বড়ো। সদর দরজার পাশেই রয়েছে কুয়ো। স্বচ্ছ কাচের মতো টলটল করছে তার জল। এই বর্ষাতে কুয়োর জল মুখে এসে উঠেছে। উপরের চারি ছুঁয়ে ফেলেছে জল। সেদিকে গিয়ে একবার কী খেয়ালে ঝুঁকে দেখল জগন্নাথ। তারপর গোয়ালঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জগুর দিদির নাম কমলা। তিনি বিবাহিতা। তাদের সঙ্গে এই বাড়িতেই থাকে। বরের নিজের কোনও ঘরবাড়ি নেই। মামারবাড়ি হেলাফেলায় মানুষ হয়েচে। বিয়ের পর আর মামারা তার ভার নিতে চাননি। অগত্যা বউকে শ্বশুরবাড়ি রেখে শহরে কাজ করতে গেছে। বছরে দু-তিনবার আসে। আগেরবার অগ্রহায়ণে যখন জামাইবাবু এসেছিল, তার জন্য দুটো হাফপ্যান্ট, একটা সোয়েটার, উলের টুপি, আরও কত কী এনেছিল। এবারে বোধয় পুজোর পর আসবে। ওই তো পাগলাদাদুর কাছে খবর এয়েচে। জগুর মা শুনে এসেচে সেদিন।

কলমীশাকের ঝুড়িটা মাচা থেকে নামিয়ে সনকা বললে— 'কই রে জগু, যা তো বাপ। ভোলার দোকানতে তিনটাকার তেল নে আয়। শাকগুলো ভেজে নিই। অনেকদিন পড়ে রয়েচে। পুকুরের জমিতে তুলেচিলুম। সে আর খাওয়া হয়নি।'

মায়ের হাত থেকে একটা কড়ির বাটি নিয়ে কমলা ভাইয়ের হাতে দিয়ে সস্নেহে বলল, 'যা সর্ষের তেলটা নে আয় দিকি। দেরি

BanglaBook.org

করবি নে। আবার জল আসবে একুনি। আকাশের যা অবস্তা তাতে তো আর টেকা যায় নে। যা, তাড়াতাড়ি যা।'

কমলার গলার স্বরে যেন বর্ষাপ্রকৃতির এই স্বাভাবিক আচরণের প্রতি তীব্র বিরক্তিও ছিল। বস্তুত একনাগাড়ে বৃষ্টিতে বাইরেটা যেন জলে ভেসে গেছে। গ্রামবাংলার পুকুরঘাট রাস্তা সব এক হয়ে রয়েচে। আলাদা করে বোঝার কোনও উপায় নেই। জগন্নাথ বাটি নিয়ে তেল আনতে গেল।

ভোলা মণ্ডলের দোকান কাছেই। বনতুলসীর বেড়াগাছ দিয়ে ঘেরা বাড়ির ভেতরেই মুদিখানার সমস্ত সরঞ্জাম পাওয়া যায়। গ্রামের অনেক লোক একেনতে খুচরো কেনাকাটি করে। অবশ্য যাদের অনেক টাকাকড়ি রয়েচে, তারা জামতলার হাট থেকে সমস্ত বাজার করে নিয়ে আসে। একথা জগন্নাথ জানে। তাছাড়া ভোলার দোকানে জিনিস ওজনে মারে। একথাও সে জানে। দিদির মুখেই শুনেচে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেছনের বাঁশবনটা পেরলেই দোকান।

জগন্নাথ আকাশের দিকে তাকায়। মেঘ কালো হয়ে আছে। দূরের খেজুর গাছের সারির উপর দিয়ে সাদা বক উড়ে যাচ্ছে। আর সামনের মাঠগুলোয় আউশ ধানের সবুজ জাওলা দেওয়া রয়েচে। ব্যাঙ ডাকচে চাদ্দিকে। দিনের বেলাতেই যেন রাতের অন্ধকার। ওই তো কাছেই ভোলার দোকান। সে হাঁটা দিল। গোড়ালি অবধি পা ঢুকে যাচ্ছে কাদায়। কোনও মতে পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি পৌঁছল মণ্ডলদের বাড়ি। ভোলা নামের ব্যক্তি ঘরের ভেতর থেকে উঁকি মেরে জগুর দিকে তাকাল— 'ও কচি, কী নিবি তুই?'

BanglaBook.org

‘তিনটাকার সর্ষের তেল।’

‘জায়গা এনিচি?’

‘এই যে।’ কড়ির সাদা রঙের বাটিটা তুলে দেখায় জগু।

‘দে যা একেন।’

‘এই নেও।’

বাটিতে টিন থেকে তেল ঢেলে দিল ভোলানাথ। তার হাতে তিনটে একটাকার কয়েন দিয়ে জগন্নাথ বলল, ‘সর্দার পাড়ায় মাছ উঠেচে?’

ভোলা মণ্ডল চোখ কুঁচকে বলল, ‘যাসনি যেন ওদিকে। শালারা খুব ঢ্যামন। মারধোর করবে। বলবে মাছ চুরি করতে এইচিস।’

জগু মাথা নাড়িয়ে বলল, ‘না, না। যাবুনি। আমি এমনি জিজ্ঞেস করতেচি তোরে।’

বাটিতে তেল নিয়ে সে বেরিয়ে এল। কাদায় ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে গেল। কাছেই একটা সোঁদালি ফুলের গাছ। সেটাকে বাঁয়ে ফেলে এগোতেই মাথায় টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল পড়ল। হয়তো গাছ-গাছালির পাতা থেকে হাওয়ায় জল উড়ে এসে পড়েছে। মুহূর্তের মধ্যেই তার ভুল ভাঙল। জোরে বৃষ্টি নামছে। দূরের ধানখেত সাদা হয়ে আবছা হয়ে গেল হঠাৎ। বৃষ্টি যেন সেদিক থেকে ধেয়ে আসছে তার দিকে। ওদিকে তাকিয়ে সে জোরে পা চালাল। কাদা রাস্তায় বড়ো বড়ো পা ফেলল জগু। বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছোনোর আগেই বৃষ্টিতে ভিজে জপজপে হয়ে গেল তার শরীর। দরজার কাছে এসে বাটিটা নামিয়ে রেখে বলল, ‘আমি নাইতে গেলুম।’

BanglaBook.org

ভেতর থেকে তার দিদি দৌড়ে এসে বলল, 'ভাই থাম। একসাথে যাব। আমারও অনেক কাজ আচে। এক্কারে বাসন ধুয়ে দুজনে চান করে আসব।'

'বিষ্টিতে ভিজবিনি?'

'চল। একটু ভিজি।'

দরজা থেকে বেরিয়ে এল কমলা।

তার দিদির অবস্থা দেখে ভেতর থেকে সনকা চিল্লে উঠল, 'ও মাগি তুইও শুরু করিচিস? যা শিগগির জগুরে চান কইরে আন। ব্যামো হলে কোন বাপটা দেকবে ক দিকি।'

জগু আর তার দিদি কেউই কোনও কথা কানে নিল না। সনকা আবারও চিল্লে তাদের গাল দিতে লাগল, 'ওলাউটোর ছাওয়ালগুলো বিষ্টিতে তোদের গা কি বারো-তেরো হল নাকি?'

জগন্নাথ সনকাকে জিভ বের করে মুখ ভেঙচি দিল। বারান্দার কাদায় হুটোপুটি করতে গিয়ে সনকা পা পিছলে আছাড় খেল ঠিক সেই মুহূর্তে। তাই দেখে দু ভাই-বোনের সে কী অট্টহাসি! সনকা রাগে গজগজ করতে করতে শেষটায় নিজেও হেসে ফেলল।

জগন্নাথ বলল, 'মীড়াপিসিদের ঘাটে যাবি?'

কমলা শাড়ির কোঁচড় কোমরে গুঁজে নিয়ে বলল, 'কেন রে?'

'ওদের পুকুরের পাশে যে বড়ো বাতাবি গাচটা আচে ওইটে নজরে এনেচিস?'

কমলা মাথা নাড়ায়।

জগন্নাথ চোখ বড়ো বড়ো করে দিদির দিকে তাকায়। দুহাতের তালু প্রসারিত করে বলে— 'এই বড়ো বড়ো লেবু হয়েচে। অ্যাকন এই বিষ্টির সময় কেউ থাকেনে ওকেন। চল না নে আসি?'

BanglaBook.org

সনকা ওদের কথা শুনতে পেল। সে ভেতর থেকে আবার চিল্লে উঠল— 'ও ওলাউটো রে লোকের গাছে হাত দিলে তোর মুড়ো ছেঁচব আজকে।'

মায়ের গলা শুনতে পেয়েই দুজনে একহাত জিব বের করল।

সনকা দরজার কাছে এসে বলল, 'কমল, তোকে না কইচি তুই ওর কতায় নাচবিনি। এঁটো বাসন তিনটে পড়ে আচে। ককন ধুইবি? যা, নে যা এক্কুনি। সঙ্গে ওরে নাইয়ে নে আয়।'

ভাইকে নিয়ে কমলা চলে গেল। এঁটো বাসনগুলো জগা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে।

মাটির রাস্তায় কাদা চ্যাপচ্যাপ করছে। কিছুদূরে গিয়ে কমলা রাগত ভাবে বলল, 'তুই মা রে শুনিয়ে বলতে গেলি ক্যা?'

'আমি কী কয়েচি?'

'বাতাবি নেবু পেড়ে আনতুম। এখন কি আর পারব? মা শুনে নে চে। আনলেই চুলের টিকি টেনে ছিঁড়ে দেবেনি?'

'নুকিয়ে রাকব।'

কমলা ভাইয়ের কথা নকল করে ভেঙচি কেটে বলল, 'নুকিয়ে রাকব। ছাই রাকবি। পারবি নে তুই। মা ঠিক ধরে ফেলবে। ও মাগির টিকটিকির চোক।'

'তাওলে ওকেন ছাড়িয়ে খাব। চল, কেউ তো নেই। জানতে পারবেনি কেউ।'

কমলাদের বাড়ি থেকে দুটো পুকুর পেরিয়েই মীড়া সমাদ্দারের ঘাট। এ ঘাটে কেউ বড়ো একটা আসে না। তার কারণ আর কিছুই নয়। পুকুরটাকে চারপাশ দিয়ে ঘিরে রেখেছে বড়ো বড়ো গাছ। আর সেজন্যেই গাছের পাতা পড়ে পুকুরের জল নষ্ট হয়ে

BanglaBook.org

গেছে। তাই স্নানের উপযুক্ত নয় এই পুকুর। অবশ্য চারটে ঘাটের মধ্যে একটাতে এখনও বাসন মাজা, কাপড় কাচা কিংবা স্নান করার মতো নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো মাঝেমধ্যে করা হয়। তাই ওই ঘাটেই গিয়ে উঠল তারা। গাছের গুঁড়ি কেটে ঘাটের সিঁড়ি বানানো হয়েছে। বর্ষায় পুকুরের জল সবকটা সিঁড়ি ডুবিয়ে দিয়েচে। তাই সানক তিনটে ধুয়ে ওপরের এক জায়গায় থুয়ে রাখল।

জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বৃষ্টি আরও জোরে নামচে বুজলি?'

'তুই কী বলিস?'

'গাছ থেকে কটা নেবু পেড়ে নেই চল।'

'আর মা?'

'ও একটু ভ্যাজর ভ্যাজর করুক গে। তাতে কী হবে?'

'ঠিক কয়েচিস।'

পুকুরের পাড়েই কিছুটা দূরে বাতাবি লেবু গাছের সারি। পরপর ছ-সাতটা বড়ো বড়ো গাছ। লেবুপাতার গন্ধে যেন মেতে আছে তটভূমি। বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বাড়ছে। কমলা চট করে একটা গাছে উঠে পড়ল। জগু নীচ থেকে বলল, 'হেই বড়োটা পাড় দিদি।'

'কোনটে?'

'হেই যে তোর মাথার দক্ষিণে।'

'এইটে?'

'না রে কানি। ওই যে আরেট্টু ওপরেরটা।'

'এইটে?'

'হাঁ। ওইটে। পেড়ে নে।'

BanglaBook.org

নীচে মাটির উপর দিয়ে বৃষ্টির জল বয়ে যাচ্ছে। গাছ থেকে চারটে বড়ো বড়ো বাতাবি নীচে ফেলে দিল কমলা। নিঃশব্দে একটা লাফ দিল গাছ থেকে। ঝুপ করে মাটিতে পড়েই চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিল।

জগন্নাথকে বলল, 'কেউ দ্যাকে নে তো?'

'না রে ভিতু।'

'হাঁ আমি ভিতু। আর তোর তো খুব সাহস? তাই ভূতে ভয় পাস রাত হলেই।'

তার ভাই কোনও কথা না বলে লেবু চারটে গামছায় বেঁধে নিল।

কমলা বলল, 'এক কাজ কর না জগু। ওগুলা বাড়ির সদরে রেকে আয়। আমরা গে তারপর ভেতরে নে যাব।'

তার ভাই এবারেও মুখে কোনও কথা বলল না। লেবু চারটে গামছায় বেঁধে নিয়ে দৌড় লাগাল।

কমলা পুকুরে গিয়ে ডুব দিল। সে চান করে উঠব উঠব করচে ঠিক তখনই জগু ফিরে এসে বলল, 'দি মা একটা শোলমাচ ধরেচে।'

কমলা পুকুরের একগলা জলে দাঁড়িয়েই একগাল হেসে বলল, 'কদ্দিয়ে রে?'

'বাড়ির পেচনের ডোবায় বাইচিল।'

'কতখানি রে?'

'হেই অ্যাতবড়ো!'

দু-হাত অনেকটা ফাঁক করে দেখাল জগন্নাথ। ওর দিদির যেন বিশ্বাস হল না ওর কথা খানায়।

BanglaBook.org

সে বলল) 'মিছে বকিসনি।'

'তুই দেখবি চ।'

'তুই আয় চান করিয়ে দিই।'

'আমি নিজে করব।'

'ঠিক আচে। তাড়াতাড়ি নে। বেশিক্ষণ ডুবোস নে।'

জগন্নাথ পুকুরের জলে ঝাঁপ মারল। সাঁতার কেটে মাঝখানে গেল। আবার ফিরে আসল। ওর দিদি যেখানে দাঁড়িয়ে স্নান করছিল) সেখানেই গা-হাত-পা ডলতে লাগল। দিদির সম্মুখে এসে চিন্তিত মুখে হঠাৎ করে সে বলে উঠল) 'কিন্তু রান্না কী দিয়ে হবে বল দিকি?'

তার দিদি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল) 'কেন?'

'মা বললে তেল-মশলা কিচুই নেই।'

'ও হবেখন। তুই ভাবিস নে। আয় দিকি আমার কাচে?'

জগন্নাথ ওর দিদির বুকের কাছে এল।

ভাইকে জড়িয়ে ধরে ডুব দিল কমলা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দুই

কদিন ধরে এক নাগাড়ে বৃষ্টিপাতের পর আজ রোদ উঠেছে। ভাদ্রমাসের রোদ্দুর। ভালো উত্তাপ রয়েছে। সকাল থেকেই যেন তাতিয়ে দিচ্ছে মাটি। অবশ্য গেরামের পথঘাট কাদায় ভরে রয়েছে। পুকুরগুলো সব জলে টইটম্বুর হয়ে আছে। আজ সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেছে জগন্নাথের। যদিও সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে পোত্যেকদিন। কিন্তু আজ দিনের আলো ফুটে ওঠার অনেক আগেই বিছানা ছেড়ে নেমে পড়েছে। ঘুম থেকে উঠেই চারটে তুলসীপাতা চিবিয়েছে সে। এই সময় রোগটোগ বেড়ে যায় গাঁয়ের দিকে। অজানা জ্বর থেকে শুরু করে নানারকম কঠিন অসুখ। কিছুই বাদ যায় না। তাই সনকার নির্দেশ— প্রতিদিন ভোরে উঠেই যেন তুলসীপাতা চিবোয়। এই তো কিছুদিন আগে হারাণ চক্কোত্তির ছোটো মেয়েটা চারদিনের অজানা জ্বরে মরে গেল। ওইটুকুন ছোটো মেয়েটা! কী কষ্টটাই না হচ্ছিল সনকার। বাচ্চাটার মরা মুখ দেখে এসে দাওয়ায় বসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল সে। দুপুরে একটা দানাও মুখে

BanglaBook.org

তোলেনি। কেন যেন মনে হচ্ছিল তার নিজের কোল খালি হয়ে গেছে। অথচ হারাণদের সঙ্গে ওদের আগাগোড়াই আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। নীচু জাত বলে তাদের বরাবরই হেয় করে হারাণদের বাড়ির লোকজন। ব্রাহ্মণ বলে ওনাদের অহংকার আর দম্ভের শেষ নেই।

এতক্ষণে সূর্যের তেজ বেড়ে গেছে। সনকা আর কমলা সকালে উঠেই পুকুর থেকে ডুব দিয়ে এসেচে। আবার বেলা গড়িয়ে এলে একবার চান করবে। আজ আবার চাষের কাজে বেরতে হবে সনকাকে। ধান বীজ জাওলা দেওয়া আছে পরেশদের জমিতে। আজ সেগুলো রোয়াতে হবে। গেরামের আরও অনেক মেয়ে পুরুষই কাজে আসে। সনকা অবশ্য যখন যে-কাজ পায়, তখন সেটা করে। ছোটো সংসার হলেও দেখার তো কেউ নেই। তার সোয়ামি অনেক আগেই গত হয়েছেন। কাজেই তার উপরেই এখন সংসারের ভার। জামাইটা তো মেয়েটাকে তার ঘাড়ে চাপিয়েই বাইরে চলে গেচে রোজগার করতে। অথচ টাকাকড়ি কিছু পাঠায় না। খোঁজখবর নেয় না। এমনকী কচি বউটার প্রতিও যেন তার কোনও ঝোঁক নেই।

মাথায় হাজারটা চিন্তা সনকার। মাঝেমধ্যে খুব কান্না পায়। কিন্তু চোয়াল শক্ত করে রাখে সে। যেন কেউ বাইরে থেকে কখনও তাকে অসহায় বলে বুঝতে না পারে। তাহলেই হায়না আর শিয়ালের উপদ্রব বাড়বে। ওর মেয়েটার বয়েস কম। অথচ বিয়ে হয়ে বাড়িতে বসে রয়েচে। গ্রামের হত্তাকত্তাদের নজর খারাপ। রাত হলেই তারা বাড়ির চালে ইঁট ছোঁড়ে। সংকেত পাঠায়। দুয়ারে দাঁড়িয়ে নোংরা কথা বলে। এ গেরামে তো দু-দলের নোক নিজেদের

BanglaBook.org

মধ্যে সবসময় খুনোখুনি করতেই আছে। আর পড়শিদের বিরক্ত করা, ক্ষতি করা, মান-ইজ্জত নিয়ে খেলা করা, এসব তাদের কাছে যেন খুব মজার বিষয়। কেউ ভয়ে কিছু বলতেও পারে না। কিছু বললেই তো নিয়ে গিয়ে কেটে ফেলে দেবে মজা খালের জঙ্গলে। তাই সবাই নিজেদের মানিয়ে নিতে চায়। অপমান আর কান্না সহ্য করেই বেঁচে থাকতে চায়। কতবার সনকা ভেবেছে, এই গেরাম ছেড়ে শহরে চলে যাবে। কতবার মনে হয়েছে কলকাতায় গিয়ে খাওয়াপরার কাজ নেবে বাবুদের বাড়ি। যাহোক করে ছেলেটাকে মানুষ করবে। কিন্তু শ্বশুরের ভিটে। সোয়ামির স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই মাটিতে। দশ বছর বয়েসে বউ হয়ে এসেছিল। আজ চল্লিশ হতে চলল তার।

পাঁচ-ছ'বছর আগেও গেরামের পরিস্থিতি এমন ছিল না। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য অপরাধ বেড়েছে পুরোনো দলের।

কমলা নিজের হাতে ঘরবাড়ি সামলায়। বাড়ির কাজ সবটাই একা দুহাতে করে সে। তার মা তো বেশির ভাগ সময়টাই এখানে ওখানে বাইরে কাজ করে বেড়ায়। কখনও লোকের বাড়ির ধানসিদ্ধ করার কাজ। কখনও বাগান পরিষ্কার করার। আবার কখনও বা উৎসব বাড়ির রান্নাবান্নার কাজ। সবই করে যখন যেটা পায়।

আজ চাষের কাজ আছে। পরেশ ভটচায এ গেরামের পুরনো চাষি। বিঘের পর বিঘে জমি তার আজও চাষ হয়। কত লোকজন তার জমিতে কাজ করে। ধান ফলায়।

রোয়ার কাজ শুরু হবে আজ। তাই সকাল সকাল চাট্টি মুড়ি চিবিয়ে নিচ্ছে সনকা। হাতের গেলাসের জলটুকু চুমুক দিয়ে শেষ করে বলল, 'ও কমল, ভাইরে আজ ইসকুলে পাঠিয়ে দিস।'

BanglaBook.org

কমলা বলল, 'তুমি কয়ে যাও। ও আমার কথা শুনবে কেন?'

সনকা হাঁক পাড়ল।

জগন্নাথ উঠোনের কাছে বড়ো সবেদা গাছটার নীচে বসে মজা দেখছিল। একটা লম্বা দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়াকে দুটো বাচ্ছা বিড়াল নরম থাবা দিয়ে আদর করছে। কাঁকড়াটা অবশ্য কামড়াবে বলে হাঁ করে রয়েছে। সুযোগ পেলেই এই বুঝি কামড়ে ধরে।

হাঁক শুনেই জগন্নাথ ওর মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়— 'কী কইচ?'

'ইসকুল কামাই করবিনি যেন।'

মুখটা ব্যাজার করে রইল জগন্নাথ। কোনও কথা বলল না।

তার দিদি বলল, 'অ কচি আজ তোদের ইসকুলে পাঁউরুটি দেবে কয়েচিল। দেবে তো?'

জগন্নাথের চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বোধয় ভুলেই গিয়েছিল। বেস্পতিবার করে ওদের ইস্কুলে পাঁউরুটি দেওয়া হয়। কখনও কখনও শনিবারেও দেওয়া হয়। দিদির কথা শুনেই ওর মনে পড়ে যাওয়াতে স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে তার মধ্যে হঠাৎ আগ্রহের সঞ্চার হল। সে মাথা দুলিয়ে হেসে বলল, 'তাই তো! আমি তো ভুলে গেচিলুম।'

কমলা বলল, 'দেকলি? তোরে মনে করিয়ে দিলুম। আমায় ভাগ দিবি তো?'

'তোরে দেব না।'

কমলা হতাশ ভঙ্গিতে বলল, 'কেন দিবিনি ক্যা?'

'তুই আমারে মারিস।'

'কখন মারলুম তোরে?'

BanglaBook.org

‘সেই যে সেদিন...। গাছতলায়। শিবেদের বাড়ির সামনে?’

‘সে তো একবছর আগের কতা।’

‘তাতে কী?’

দিদি আর ভাই নিজেদের মধ্যে কৃত্রিম ঝগড়ায় মেতে রইল। সনকা মুড়ি খেয়ে থালাটা দাওয়ায় রেখে কাজে বেড়িয়ে গেল।

একটু বেলা হতেই পাটালি দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে জগন্নাথ স্কুলে গেল। পথে এখনও কাদা প্যাচপ্যাচ করছে। পা রাখার উপায় নেই। ওদের ইস্কুলের পথে বড়ো পুকুর পড়ে। সেই পুকুরে সারা গেরামের পাটখেতের পাটের আঁটি ভেজানো রয়েছে।

যাওয়ার আগে জগন্নাথ তার দিদিকে বলল, ‘আজ পাঁউরুটি এনে নক্কীকে এক টুকরো দেব ভাবতেচি।’

ওর দিদি আশ্চর্য হয়ে চোখ কপালে তুলে বলল, ‘ওমা! নক্কী আবার পাঁউরুটি খায় নাকি?’

জগন্নাথ ব্যস্ত হয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, ‘হাঁ রে। সেদিন দেকলুম একটুকরো দাওয়ায় রাকা ছিল, সেইটে মুখে পুরে দিব্বি চিবোচ্চে।’

কমলা অবাক হয়ে গিয়ে বলল, ‘সত্যি বলতিচি?’

‘হাঁ রে মুখপুড়ি। মিত্যে কইতে যাব কেন ক দিকি?’

‘তাওলে আজ দিস তো আমার চোকের সামনে দেকব কেমন করে সে পাঁউরুটি খায়?’

‘ঠিক আচে। দেকিস।’

লক্ষ্মী হল জগন্নাথদের পোষা গরুটির নাম। গোয়ালঘরে সে ছাড়াও আরও দুটি বাছুর রয়েছে। একটার নাম গঙ্গা। আরেকটার

BanglaBook.org

নাম যমুনা। ওদের বয়েস সাত মাসও পেরোয়নি। দিদি-ভাইয়ের মধ্যে কথা হচ্ছিল সেই গরুটাকে নিয়ে।

ইস্কুলে যাওয়ার পথে জগন্নাথ একবার গণেশদের বাড়ির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

সে-ও ওই ইস্কুলেই পড়ে। একই কেলাসে। গণেশ ওর খুব ভালো বন্ধু হয়। যদিও সে তাকে 'হুক্কা' নামে ডাকে। এই নামেই গণেশকে সকলে চেনে। আর জগন্নাথকে কেউ ডাকে 'জগু' বা 'জগা' বলে। আবার কেউ কেউ ডাকে 'যুগী' বলে।

ওদের দোরগোড়ায় এসে জগু হাঁক পাড়ল, 'হুক্কা? ও হুক্কা? কয় গেলি? ইসকুলে যাবিনি?'

ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সে আবারও চিৎকার করে ডাকল, 'কী রে ঢ্যামন কথা কইচি নি ক্যা?'

এবারেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। ফিরে যাবে কি যাবে-না ভাবছিল মনে মনে। ঠিক তখনই গণেশ ভিতর থেকে বের হল।

ওর দিকে তাকিয়ে জগন্নাথ মুখ ফুলিয়ে বলল, 'কতক্কন তে ডাকতিচি। শুনতে পাসনি?'

হুক্কা বলল— 'শুনিচি। জল খাচ্চিলুম।'

'অ।'

'আজ ইসকুলে যেতে ভাল্লাগচেনে।'

'যাবিনি? আজ পাঁউরুটি দেবে! বেস্পতিবার। মনে নেই তোর?'

'মনে আচে।'

'তাইলে?'

BanglaBook.org

‘এক কাজ করবি?’

‘কী কাজ?’

‘পাঁউরুটি নে তালতলার মাঠে যাবি?’

‘ওকেন কী করবি?’

‘গুলেদের জমিতে গে বস থাকব।’

‘শুদুমুদু বস থেকে কী করবি?’

‘গুলেদের তালগাছগুলোতে এই অ্যাদবড়ো করে তাল হইচে এইবার।’

‘গাছে উঠবি নাকি?’

‘না রে। তাল কুড়োবো।’

‘ঠিক আচে। আগে পাঁউরুটিটা হাতে নিয়ে নিই চ।’

দুজনে কাদা পথ মাড়িয়ে স্কুলের দিকে পা চালাল। ওদের ইসকুল খুব বেশি দূরে নয়। এই পথটা পুঁটিদের জমির পাশ দিয়ে গিয়ে যেকেনটায় শেষ হয়েচে, সেকেনে ওদের ইসকুল। পথের ধারে বাবলা গাছের দল দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘাড় তুলে। মাঠের মধ্যে জলকাদার মধ্যেই গরুগুলো চড়ে বেড়াচ্ছে। মজা পুকুরটার কাছে একটা বড়ো বটগাছ। সেখানে এসে জগন্নাথ দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা ছোটো গাছের দিকে তাকিয়ে সে হুক্কাকে বলল, ‘ওইটে কী গাচ রে?’

ওর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে হুক্কা গাছটার কাছে এগিয়ে এসে তার দুটো পাতা ছিঁড়ে নিল।

জগু বলল— ‘কী সোন্দর সাদা ফুল ফুটেচে দ্যা।’

‘এরে মনে হয় কাঞ্চন ফুল কয়।’

‘তুই সত্যি জানিস?’

BanglaBook.org

‘না আমি জানি নে। ঠাওর করে কইলুম।’

‘ও।’

‘একটা ফুল তুলব?’

‘কী করবি?’

‘খাব।’

‘ফুল কেউ খায় নাকি রাক্কস?’

‘এই ফুল খায়।’

‘কে কয়েচে তোরে?’

‘আমি দেকিচি।’

‘তাওলে তোল।’

ফুলটা গাছ থেকে ছিঁড়তে গিয়েও হুক্কা সেটা করল না। ওখান থেকেই অনতিদূরে ওদের ইসকুলের ঘন্টি শোনা যাচ্চে। বড়ো থালার মতো পিতলের ঘন্টাটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে মাঝেমধ্যে তারাও বাজায়। এখন নিশ্চয়ই এটা বুঁচি বাজাচ্চে। সে-ই তো ঘন্টা বাজায় বেশি। বুঁচি চার কেলাসে পড়ে। তাদের থেকে এক কেলাস বড়ো।

জগন্নাথ বলল, ‘চ দৌড় লাগা। দেরি হয়ে গেচে মোদের।’

এই বলে দুজনে ওখান থেকে চোঁ চোঁ করে দৌড় মারল।

ইস্কুলে ঢুকেই একেবারে পিছনের সারিতে মেঝেতে বিছানো তিরপলের ওপর বসে পড়ল তারা। এই স্কুলের দুজন শিক্ষক। একজনের নাম শৈলেন মজুমদার। বয়েস পঞ্চাশের উপর। তার আদি বাড়ি ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু কর্মসূত্রে এই গ্রামেই তিনি স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করেছেন। আজ অবশ্য তিনি স্কুলে আসেননি। মাঝেমধ্যেই কামাই করেন। কেউ বলার নেই। দেখার

BanglaBook.org

নেই। তাছাড়া ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে ভালো ওঠবোস রয়েছে তার। তাই নিজের ইচ্ছে মতো যা-খুশি করেন। ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বলতেও যায় না। কিন্তু একজন আছেন যিনি কাউকেই তোয়াক্কা করেন না। কোনও দলকেই ভয় পান না। সত্য কথা স্পষ্ট করে বলেন। কখনও মিথ্যের কাছে মাথা নোয়াননি তিনি। তার নাম ঋতমা চৌধুরী। এই স্কুলের শিক্ষিকা। তিনিও এই ইসকুলে পড়ান। বয়েস অল্প। সাতাশ কি আঠাশ হবে। চার-বছর হল চাকরি করছেন এখানে। তার বাড়ি হুগলির চন্দননগরে। গ্রামে গিয়ে বাচ্ছাদের পড়ানোর কাজ করতেই চেয়েছিলেন তিনি প্রথম থেকে। তাই চাকরিটা পেয়ে সোজা চন্দননগর ছেড়ে চলে এসেছিলেন এই অজ পাড়াগাঁয়ে। অবশ্য তিনি এই গ্রামে থাকেন না। হেঁতালদুনি থেকে বেরিয়ে কয়েক ক্রোশ দূরেই কুলপি। সেই টাউনেই একটা মেয়েদের হস্টেল আছে। সেখানে তার দিব্যি এই চার বছর কেটে গেল। তার সঙ্গে আরও কিছু মেয়েরা থাকেন। বেশিরভাগই অন্য জেলা থেকে চাকরি সূত্রে এসেছেন। কেউ এনজিওতে। কেউ ব্যাঙ্কে। কেউ-বা আশেপাশের ইস্কুলে পড়াতে এসেছেন।

ঋতমা চৌধুরী ওদের দুজনকে দেখেই বলে উঠলেন, 'অ্যাই তোরা এত দেরি করে এলি কেন? কোথায় ছিলিস এতক্ষণ? কী করছিলিস?'

তিনি চোখ বড়ো বড়ো করে রাগত ভাবে তাকালেন।

জগন্নাথ আমতা আমতা করে বলল, 'পান্তাভাত খাচ্ছিলুম দিদিমুনি। তাই দেরি হয়ে গেচে।'

ঋতমা দিদিমণি হেসে ফেললেন জগুর কথা শুনে।

BanglaBook.org

কোমল স্বরে বললেন, 'পান্তাভাত খেতে কত সময় লাগে রে?'

জগু মাথা নীচু করে রইল।

হুক্কাও কোনও কথা বলল না।

দিদিমণি ওদেরকে বললেন, 'ঠিক আছে। পরের দিন যেন আর না দেরি হয়। আজকে যে অঙ্কগুলো করিয়েছি সেগুলো হাবুর খাতা থেকে টুকে নে।'

দিদিমণির কথা শুনে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঋতমা দিদিমণি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কী রে? কী হল?'

এবারে হুক্কা আমতা আমতা করে বলল, 'দিদিমুনি আমাদের তো খাতা কেনা হয় নে।'

ঋতমা বললেন, 'তোদের তো বলেছিলাম দিস্তা খাতা কিনে রাখতে?'

ওরা দুজনে কেউ কোনও কথা বলল না।

দিদিমণি বললেন, 'আচ্ছা, ঠিকাছে ছাড়। আমি তোদের সকলের জন্য খাতা কিনে আনব পরের দিন।'

তরুণসংঘ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সর্বসাকুল্যে চোদ্দোজন। এই কজনকে নিয়েই স্কুলে পড়াশোনা করানো হয়। আশেপাশের তিনটে গ্রামের মধ্যে একমাত্র এই একটিই স্কুল রয়েছে। কিন্তু গ্রামের লোকজন পড়াশোনা নিয়ে খুব বেশি আগ্রহী নয়। তবুও গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে যতটুকু পারা যায়, ততটুকু চেষ্টা করে চলেছেন ঋতমা ম্যাডাম। গ্রামের লোকেরা নিজেদের ছাওয়ালদের ইস্কুলে পাঠাতে চায় না। ছেলেপুলেগুলো যদি একটা আধটা কাজ করে সংসারে কিছুটা স্বস্তি আনতে পারে, এই আশাতেই তার বাবা

BanglaBook.org

মায়েরা তাদের মুখ চেয়ে বসে থাকে। পড়িয়ে কী হবে তাদের? কোন ব্যারিস্টারটা হবে তারা এই গেরাম থেকে? ফলত ঋতমা দিদিমণি যতই গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তোতাপাখির মতো কয়ে আসুক না কেন? লোকে চট করে তাদের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠাতে চায় নে।

দিদিমণি একটা বই হাতে নিয়ে বললেন, 'আজ তোদের একটা কবিতা পড়ে শোনাব।'

তার কথা শুনে ছাত্রছাত্রীরা সকলে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। তিনি আবারও বললেন, 'কবিতাটি লিখেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

বাচ্ছাগুলো মন দিয়ে দিদিমণির পড়া শুনতে লাগল।

ঋতমা চৌধুরী পড়া শুরু করলেন—

'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায়
কোথা পাবে পাখা সে?'

BanglaBook.org

তিন

অন্ধকার কুক্কুক্ করছে। আকাশে প্রক্ষিপ্ত মেঘ। চাঁদটা কখনও মেঘে আড়াল হয়ে আসছে। কখনও-বা ভেসে উঠছে মহাকাশে। মেঘভাঙা জ্যোৎস্নায় চারদিকে প্রকৃতির এক অদ্ভুত রূপ। হেঁতালদুনি গ্রামের পশ্চিমে এক বিরাট বাঁধানো খাল রয়েছে। সেই খালের পার জুড়ে আছে বিশাল বড়ো কলাবাগান। এখানে মানুষের যাতায়াত নেই। দিনের বেলায় যদিও-বা লোকের দেখা পাওয়া যায়, রাত্রে এদিকটা শ্মশানের মতো নিস্তব্ধ ও নিশ্চুপ। কিন্তু আজ এখানে অন্ধকারের ভেতর থেকে কিছু মানুষের কথাবার্তা ও ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে। এমনকী মাঝেমধ্যে একটা গোঙানির মতো কিছু ভেসে আসছে বাতাসে। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। গ্রামের প্রকৃতি ছদ্মবেশ ধারণ করে যেন জেগে রয়েছে।

অন্ধকারের ভেতর হঠাৎ করেই দমকে দমকে কয়েকবার কেউ কেশে উঠল। তারপর জড়ানো গলায় বলল, 'মদটা ঢালচিস না কেন রে তাপস?'

BanglaBook.org

প্রত্যুত্তরে তাপস খসখসে গলায় বলে উঠল, 'এখন এত গিলচিস কেন? আগে এই শুয়োরের বাচ্চাকে উপযুক্ত শিক্ষাটা দিয়ে দিই। তারপর মোচ্ছব হবে সকলে মিলে। কী বলিস রে নন্দী?'

উদ্দিষ্ট দুজন ব্যক্তির কথোপকথনে তৃতীয় একজন বেশ উচ্চগ্রামে হেসে উঠল। তিন নম্বর লোকটি তার সর্দিধরা গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মদ তো খাবই। তার আগে সতীশকে খাব সকলে মিলে। মদের থেকে অন্যদলের লোককে খেতে বেশি মজা! কী বলিস তোরা? অ্যাঁ?'

নিজের কুৎসিত রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল লোকটি। তার নাম কালু মোড়ল। কথাটা যে দুজনকে উদ্দেশ্য করে বলা হল তাদের একজনের নাম তাপস কর্মকার। এবং অন্যজন হল নন্দী বাগদি। এরা কেউই হেঁতালদুনির লোক নয়। এরা এসেছে পাশের গাঁ থেকে। একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের আনুগত্যে এরা বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্ম করে থাকে। যেহেতু দলের সমর্থন আছে তাই এদেরকে সহজে পুলিশ পাকড়াও করতে পারে না। দল এদেরকে সরাসরি নিজেদের কর্মী বলে ঘোষণা করে না। তবে যাবতীয় গোপন কাজকর্ম তাদেরকে দিয়েই করানো হয়। এরকম লোকজন আজকাল দলে বেশি করে আমদানী করা হচ্ছে। যাতে এই দলীয় শাসন গ্রামেগঞ্জে শহরে মফস্সলে প্রত্যেকটা জায়গায় নিশ্চিন্তে কায়েম রাখা যায়।

এই মুহূর্তে মাটিতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে সতীশ বিশ্বাস। সে এই গ্রামেরই ছেলে। অন্য একটা দল করে। ক্রমবর্ধিত অত্যাচার ও অপশাসনের হাত থেকে তৃণস্তরের মানুষকে সে মুক্ত

BanglaBook.org

করতে চায়। সাধারণ মানুষকে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির স্রোত থেকে বের করে আনতে চায়।

সতীশের বয়েস খুবই কম। কলকাতার কোন এক কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করে সরাসরি নিজের গ্রামে চলে এসেছিল। তার ইচ্ছে ছিল হেঁতালদুনির মানুষদের শোচনীয় দুর্দশা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা। এবং এ পথ শিক্ষার আলোতেই সম্ভব। ভয়হীন সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ তৈরির জন্য মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করা প্রয়োজন। তাই গ্রামে পাকাপাকিভাবে থাকতে এসে মানুষের পক্ষে যে দল সওয়াল করে, সেই দলে নাম লিখিয়েছিল সে। এবং যেহেতু খুব কম সময়েই অনেক মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা অর্জন করতে সফল হয়েছে, তাই বিরোধীপক্ষ শেষপর্যন্ত তাকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল আগেই। সুযোগ কোনওভাবেই আসছিল না। কারণ সতীশকে বাগে আনা অত সহজ ব্যাপার নয়। ওর দলের লোকবল ও ক্ষমতা কম হলেও গ্রামের অনেক সংখ্যক সাধারণ মানুষের আশীর্বাদরূপী হাত ওর মাথায় রয়েছে। তাই ওকে হঠাৎ করে খুন করে ফেলা যাবে না। অনেক ভেবেচিন্তে তবেই এই কাজে নেমেছে বিরোধী দলের লোকেরা। পথের কাঁটাকে এখনই না সরিয়ে ফেলতে পারলে সমূহ বিপদ অপেক্ষা করে আছে। তাই আজ মিটিং সেরে ফেরার সময় তেঁতুলতলার পথ দিয়ে যখন সতীশ সাইকেল চালিয়ে ফিরছিল, ঠিক তখনই কালু মোড়ল ও নন্টা বাগদি পিছন থেকে তাকে প্রথমে মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ায় খুব সহজেই তার হাত-পা বেঁধে নিয়ে তাকে খালপাড়ের এই

BanglaBook.org

কলাবনে নিয়ে এসে ফেলে। এখানে আগে থেকেই ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল তাদের আরেক শাগরেদ তাপস কর্মকার।

এতক্ষণে জ্ঞান ফিরেছে সতীশের। চোখ খুলেই সে নড়াচড়া করার চেষ্টা করল। কিন্তু তার হাত বাঁধা রয়েছে। পায়ের কাছটাও শক্ত নারকোল দড়ি দিয়ে বাঁধা। ফলত কোনওভাবেই সে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না। মুখ দিয়ে তার গোঁ-গোঁ শব্দ বেরলো। মুখের মধ্যেও মোটা কাপড় টান করে বাঁধা রয়েছে। তাকে দেখে কালু মোড়ল এগিয়ে এসে তার কোমরে সপাটে এক লাথি চালাল। এই দেখে বাকি দুজন হি-হি করে হাসতে শুরু করেছে। কালু সতীশের মুখের দিকে ঝুঁকে এসে বলল, 'বড্ড নেগেচে? মালিস করে দেব?'

তার এই বিদ্রূপে আবারও হেসে উঠল বাকি দুজন।

তার দিকে তাকিয়ে নন্দী বাগদি বলে উঠল, 'কালু, তুই শালা মাইরি ভালো মাজাকি মারতে পারিস?'

নন্দীর দিকে তাকিয়ে কালু শুধায়, 'কেন রে শালা?'

'ওর মুখটা খুলে দে না রে মাইরি?'

ওদের কথার মাঝেই তাপস কৃত্রিম ঝাঁঝ মেরে ওঠে, 'কেন রে সোগো মারানির ভাই? মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে শেষে কি বেপদে পড়তে চাস?'

তাপসের কথা শুনে নন্দীর হয়ে কালু জবাব দিল, 'কীসের বেপদ? এখানে তো যদ্দুর দেখা যায় কেউ নেই। এত ভয় পাচ্চিস ক্যা রে?'

সে বলল— 'বলা যায় নে। কোত্থা থেকে কী হবে। তাড়াতাড়ি কাম তামাম করে দেওয়াই ভালো।'

BanglaBook.org

কালু কিছুটা জিরিয়ে নিয়ে বলল, 'তাড়াহুড়োর দরকার নেই। ওকে যন্ত্রণা দিয়ে মারব। ধীরে-সুস্থে মারব। এমন হাল করব যেন ওদের দলের হয়ে কখনও কথা বলতে এ গাঁয়ের লোকজন ভয় পায়। আমাকে বিদ্যুতদা কয়ে দিয়েচে। সতীশের লাশ দেখে যেন পশুপাখিও শিউরে ওঠে।'

'ঠিক আচে গুরু। তাহলে তুমি তোমার মতোই করো। এই আমি একটু একেন বসলুম।'

কলা বাগানের ভেতর জল জমানোর জন্য যে ছোটো নালা কাটা রয়েছে, তার উঁচু করা মাটির ঢিবির ওপর তাপস বসে পড়ল। হাতে তার দেশি মদের বোতল। কালু হঠাৎ করে বয়স্ক নন্দী বাগদির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নন্দীদা, ছোঁড়ার মুখের বাঁধনটা খুলে দে।'

আদেশ পাওয়া মাত্র সতীশের মুখে টান করে বাঁধা কাপড়টাকে খুলে দিল নন্দী।

মুখ থেকে কাপড় খোলা মাত্র সতীশ কেশে উঠল। বড়ো বড়ো করে শ্বাস নিল কিছুক্ষণ। তারপর ওদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে তোমরা কেন মারতে চাইছ? আমি তোমাদের কী ক্ষতিটা করেছি?'

তার কথা শুনে তাপস হি-হি করে হেসে উঠল।

ষাট বছরের নন্দী বাগদি কোনও কথাই বলল না। সে হাত দিয়ে হাওয়া আড়াল করে দেশলাই জ্বালিয়ে একটা বিড়ি ধরাল। কালু যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনই দাঁড়িয়ে রইল।

সতীশ আবারও প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল— 'কেন আমাকে মারছ তোমরা? আমাকে ছেড়ে দাও। আমাকে বাড়ি যেতে দাও।'

BanglaBook.org

ওর কথা শুনে এবারে কালু হা-হা করে হেসে উঠল। শয়তান যেভাবে হাসে, এ হাসি ঠিক তেমনই শুনতে লাগল।

সে হেলেদুলে সতীশের কাছে এগিয়ে এসে বসে পড়ল। তার মুখের কাছাকাছি মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'বাড়ি নয়। তোকে সঙ্গে পাঠাবার অর্ডার পেইচি আমরা।'

'আমার কী দোষ? কী করেছি আমি?'

ওর কথা শুনে কালু মুখ বিকৃত করে ভেংচি কেটে বলল, 'কী দোষ? নতুন করে গেরামে দল খুলতে কে কয়েচে তোরে? তাও আমাদের বিরুদ্ধে লোকজনদের উসকানি দিতে শুরু করেচিস?'

'এই গ্রাম আমার মা। এই মাটি আমার জন্ম। আমি যদি এই গ্রামের মানুষের পাশে না দাঁড়াই তাহলে বাইরের কেউ কি কখনও নিজে থেকে এগিয়ে আসবে? দল তোমাদের অন্ধ করে দিয়েছে। তাই বুঝতে পারছ না তোমরা কেউ। কত ক্ষতি করছি আমরা নিজেরা নিজেদের। এ গ্রামে আলো নেই। ভালো কোনও স্কুল নেই। কাজবাজ নেই। চাষ করার জমিও একে একে চলে যাচ্ছে নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির তালিকায়। তোমরা কবে চোখ খুলবে? কবে থামাবে তোমাদের দলীয় সন্ত্রাস?'

কালু চিবিয়ে চিবিয়ে সতীশকে বলল, 'শহরে পড়াশোনা করে ভালো বুলি ফুটেচে বাবুর মুখে, কী বলিস রে তাপস?'

তাপস এতক্ষণ বুঁদ হয়ে বসেছিল মাটিতে। সে এবার উঠে দাঁড়াল। টলতে টলতে সতীশের কাছে এসে থামল। এরপর ফুলপ্যান্টের বোতাম খুলে সতীশের মুখে পেচ্ছাব করতে শুরু করল। ওর আচরণ দেখে হাসিতে ফেটে পড়ল বাকি দুজন।

BanglaBook.org

নন্দী কালুর দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে উঠল— 'অযথা সময় খোয়াচ্চিস কেন? মেরে দে এবার।'

সতীশ এই জানোয়ারগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে জানে তার ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে। তবুও শেষ পর্যন্ত সে বোঝাতে চায় এদের। ভুল পথে তাদেরকে চালনা করা হচ্ছে। তারা যেন মানুষের হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে শেখে। তাদের সকলের যেন এই বোধোদয় হয়।

কালু হঠাৎ করে এগিয়ে এসে লাথি মারা শুরু করল। তাপসও ওকে সঙ্গ দিল। যন্ত্রণায় চেঁচাতে লাগল সতীশ। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমি মরে যাব জানি। কিন্তু এই গ্রাম তোমাদের সকলের মা। তাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে বেইজ্জত কোরো না তোমরা। সকলে পথে নামো। নিজেদের অধিকারটুকু কেড়ে নাও। মনে রেখো গরীবদের কখনও কোনও দল হয় না। রাজনীতি কখনও মানুষের জন্য তৈরি হয় না। আমি চেয়েছিলাম মানুষের জন্য লড়তে। মানুষের পাশে থাকতে আমি চেয়েছিলাম...।'

জোরে শব্দ হল। লোহার শাবলের পেছন দিয়ে তার মুখে আঘাত করেছে নন্দী। সামনের নাকের উপরের অংশটা উপড়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। সামনের পাটির সমস্ত দাঁত ভেঙে গেছে। মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হচ্ছে সতীশের। নন্দীর হাত থেকে শাবলটা কেড়ে নিয়ে সতীশের বুকের উপর জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল তাপস। মারতে মারতে কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁফিয়ে উঠল সে। ওদের তিনজনের চোখের সামনে নিস্তেজ হয়ে পড়ে রয়েছে বছর আঠাশের সতীশ বিশ্বাস। সে তার গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে নতুন পথ দেখাতে চেয়েছিল। নতুন

BanglaBook.org

আলোর সন্ধান দিতে চেয়েছিল সে। নিজেদের অধিকারগুলোকে পাইয়ে দিতে চেয়েছিল সকলকে। ছেলেটা পারল না। মুখ উলটে রক্তে ভিজে মাটির ওপর পড়ে রয়েছে। মায়ের কোল খালি করে চলে যাচ্ছে সে।

কালু মোড়ল ওদের দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে পাতলা গলায় বলল, 'কেরোসিন তেলের পিপেটা কোথায় রেখেচিস?'

তাপস মিনমিনে গলায় বলল, 'কলা গাছের নীচে রাখা আছে। নিয়ে আসব?'

নন্দী হাত নাড়িয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি আন।'

সতীশের সারা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল তারা।

এখন মধ্যরাত। রাত শেষ হওয়ার আগেই তাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে। সতীশের লাশটা পুড়ে ছাই হতে সময় লাগবে। অবশ্য সে যে মরে গেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শাবল দিয়ে ওর বুকে যখন জোরে জোরে মারছিল, তখনই সে মারা গেছে। তাই নিশ্চিত হয়েই এবার বাড়ির দিকে রওনা দেওয়া যায়। ওরা তিনজনে আধপোড়া জ্বলন্ত লাশকে ফেলে হাঁটতে শুরু করল। যে যার বাড়ি পৌঁছবে। খবরটা বিদ্যুত কর্মকারের কানে কাল আপনাআপনি ঠিকই পৌঁছে যাবে। তাছাড়া এ কাজের জন্য তিনহাজার করে টাকা পাবে তারা। সেসব গোপনে ঠিকই পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাদের কাছে। এখন আপাতত জোরে পা চালাল তারা তিনজনেই।

BanglaBook.org

চার

হুক্কা আচমকাই বলল, 'বুড়োরপুকুরে যাবি একন?'

ওর কথা শুনে জগন্নাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

চোখ সরু করে মুখে পাখিদের মতো শিস দিতে দিতে দুদিকে সজোরে মাথা নাড়াল।

হুক্কা আবারও বলল, 'চ না?'

এবারে জগন্নাথ শিস বাজানো বন্ধ করে দিয়ে শুধোলো, 'ক্যা রে?'

'ওকেন অনেক কাঁকড়া হইচে। আগের দিন কচিবুড়ি ওকেনতে একঝুড়ি কাঁকড়া ধরে এনচে জানিস?'

'সত্যি!'

জগন্নাথের চোখ জ্বলে উঠল।

সে অবিশ্বাসী কণ্ঠে আবারও জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি কইচিস?'

ওর কথা শুনে হুক্কা কৃত্রিম অভিমান দেখিয়ে বলল, 'আমি কি তোরে মিথ্যে কইতিচি?'

BanglaBook.org

দুজনে ক্ষণকাল চুপচাপ রইল।

আলপথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ওদের মধ্যে এইরূপ কথাবার্তা চলছিল। আজ শনিবার। কাজেই হাফছুটি। দুপুর একটার সময় ওদের ইসকুল ছুটি হয়ে গেছে। অবশ্য ইসকুলে আজ কোনও পড়াশোনা হয়নি। সকাল থেকেই গিয়ে ওরা সকলে বসে ছিল। ঋতমা দিদিমুনি কীসের কাজে যেন আজ মিছিলে গেচেন। কী একটা মিছিল হচ্ছে তাদের গেরামে। এসব তারা জানে না। তবে শৈলেন মাস্টারমশাই কয়েচেন, এই গেরামে নাকি একটা খুব বড়ো ঝামেলা হতে চলেচে। এসবে জড়াতে তিনি সকলের পরিবারকে বারণ করেছেন। তিনি নাকি অনেক কিছু আঁচ করতে পেরেচেন। একটা খারাপ সময় আসতে চলেচে। এসব বলছিলেন তিনি আজ। আজ সারাদিনই হো-হো হি-হি করে তাদের সক্কলের সময় কেটেচে। মাস্টারমশাই বলেচেন খাতা বই খোলার কোনও দক্কার নেই। ছপ্তায় একদিন তোরা নিজেদের মধ্যে খুশমেজাজে গপ্প কর। তাই ওরা ইসকুলে নিজেদের মধ্যে সারাক্ষণ গল্পগুজব করে ছুটির সময় বেইরে এইচে।

চারিদিকে কচি কচি ধানগাছ ভরে আছে। ওরা আলের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছিল। হুক্কার হঠাৎ কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার শখ হয়েচে। তাই সে জগন্নাথকে এতক্ষণ এতকরে সে কথাই শুধোচ্ছিল। কিন্তু জগন্নাথ এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক উত্তর দেয়নি। তাই সে-ও নিরাশ হয়ে চুপ করে গেছে। আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হুক্কা বলল, 'রঙিন কাগজ কেটে কী সুন্দর মালা তৈরি করে দেচে তা দেকলি?

জগু মৃদুস্বরে বলল, 'ও আমিও পারি।'

BanglaBook.org

হুক্কা অবাক চোখে তার দিকে তাকাল— 'মিছে কতা কইচিস? তুই মালা করিচি কখনও?'

'হাঁ।'

'কবে করিচি?'

'আমি গাঁদাফুল দে মালা গেঁতিচি অনেকবার।'

হুক্কা বলল, 'ফুলের মালা সবাই পারে। কাগজ দে মালা তৈরি করিচি আগে কখনও?'

জগন্নাথ কিছু একটা ভেবে জবাব দিল, 'কাগজেরটা তো নকল।'

চোখ বড়ো বড়ো করে হুক্কা বলল— 'শৈলেন মাস্টার কাগজ দে কী সুন্দর মালা তৈরি করল বল?'

জগু মুখে কোনও কথা বলল না।

তার বন্ধু আবারও তাকে জিজ্ঞেস করল— 'কী রে? সুন্দর না? বল?'

এবারে মাথা নাড়াল সে।

'শৈলেন মাস্টার কয়েচে এসব নাকি পরিষ্কায় করতে হবে। রঙিন কাগজ পাব কোতায় রে?'

'জানি নে।'

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল জগন্নাথ।

ওর কথার কোনও প্রত্যুত্তর না করে হুক্কা আবারও চুপ করে গেল।

ভাদ্রমাসের সূর্য মাথার ওপর জ্বলে আছে। রোদের তীব্রতা ওদের গা-মাথা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। দূরে ফাঁকা পড়ে থাকা মাঠের পাশে খেজুর গাছের সারি। গাছগুলোর মাথায় জোরে হাওয়া লেগেছে। যেন ঝড় বইছে। আকাশ বেশ উজ্জ্বল। ওপাশের মাটির

BanglaBook.org

রাস্তার কাছে একটা সাঁইবাবলার গাছ। তার সবুজ পাতায় রোদ পড়ে চিকচিক করছে। ওরা দুজন মাথা নীচু করে হেঁটে যাচ্ছে আলের উপর দিয়ে। জগন্নাথ হঠাৎ করে কথা বলে উঠল, 'বুঁচির কতাখানা সত্যি?'

'কীসের কতা?' হুক্কা ছোটো ছোটো চোখ করে জিজ্ঞেস করল।

'ওই যে...'

থেমে গিয়ে জগন্নাথ আবারও বলল, 'ওর বাপ নাকি ভূত দেখেচে?'

'ওহ্। ওই যে ইসকুলে আজ কইচিল সেই কতাটা?'

'হাঁ।'

'কইল তো। বর্ষার রাতে সেদিন ওর বাপ মাটির দাওয়ায় শুয়েচেল। আর বাড়ির সক্কলে ঘরের মদ্যে ছেল। এই কতা সত্যি ওর বাপ বাইরের দাওয়ায় মাদুর পেতে ঘুমোয় রাতে। আমি নিজের চোকে দেকিচি। আর ওদের বাড়ির সুমুকে যে পুকুরটা রইচে, সেকেন পুকুরের মাজে যে তালগাচ রয়েচে, ওকেন যে ভূত আচে তা-ও আমি আগে পদ্মপিসির মুকে শুনেচিলুম। এই ভাদ্দরের বর্ষায় নাকি গাছের ওপরতে মাজরাতে কে একজন আবছা মূর্তি পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা পুকুর সাঁতরায়। তাপ্পর আবার গাচ বেয়ে উঠে পড়ে। কতাখানা সত্যি। ওর বাপ ভূত দেইকেচে। শুনিসনি ফুচুও কইচিল সে জানে?'

জগন্নাথ কোনও কথা বলল না। হঠাৎ করেই সে ঠোঁট ফুলিয়ে ফেলল। তার মুখটা কেমন কাঁদো কাঁদো দেখাচ্ছে।

ওর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে হুক্কা জিজ্ঞেস করল— 'কী রে! কী হল তোর?'

BanglaBook.org

সে মাথা নাড়াল। মুখে কিছু বলল না।

ধানখেতের আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুজনে।

জগন্নাথের ডান হাতটা চেপে ধরল হুক্কা— 'কী রে কাঁদতিচি ক্যা?'

সে ধরা গলায় থেমে থেমে বলল, 'নোকে বলে আমার বাপেরে ভূতে মেইরে ফেলচে।'

ওর চোখের জলটা হাতের চেটো দিয়ে মুছিয়ে হুক্কা বলল, 'কাঁদিস নে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুজনে বুড়োর পুকুর ধারে চলে এসেছে। নাম বুড়োর পুকুর হলেও আসলে এটা একটা খোলা ধানজমি। এখানে চাষবাস হয় না। তবে মাঝেমধ্যে শীতকালে সর্ষেফুলের চাষ করা হয়। হলুদ ফুলে সারা জমি ভরে যায় তখন। বর্ষায় অবশ্য এখন জমিটা জল জমে রয়েছে। কোথাও বা অল্প উঁচু ঢালের মাটি এখনও শুকনো। তবে বুড়োর পুকুরের এই জমিতে অনেক ফুটোফাটা আর অসম গর্ত রয়েছে মাটিতে। সেকেনে ভালো করে খুঁজলে চিতি কাঁকড়া পাওয়া যায়। যদিও বর্ষাতে সাপের ভয় থাকে বেশি। তাই খুব সাবধানে মাটির গর্তে হাত ঢোকাতে হয়। এসব হুক্কা জানে। জগন্নাথও জানে। ওরা মাঠের মধ্যে নেমে পড়েছে।

হুক্কা বলল, 'কটা শামুক হলে খুব ভালো হয় বুজলি?'

'ক্যা? গর্তে হাত ঢুকিয়ে ধরলেই তো হয়।'

'যদি সাপে কাটে?'

'তাওলে ছোটো দেকে একটা নাঠি খোঁজ। ওইটে মাটির ভেতর ঢুকিয়ে নাড়া দেলেই বুইতে পারব।'

BanglaBook.org

‘অ্যাট্টা সরু দেকে গাচের ডাল ভেঙে আনি তাওলে। তুই একেন দাঁড়িয়ে থাক।’

হুক্কা গাছের ডাল ভাঙতে চলে গেল। আশেপাশে বনজঙ্গল ভর্তি। এই জমির কাছেই একটা খাল রয়েছে। খালের ওপারে কলাবাগান। আর এপারে খালের ধারে নানারকমের গাছপালা। বিশেষ করে জলজ ঘাসের ঝোপ। এছাড়াও জায়গাটা ছোয়ারা লতায় বন হয়ে আছে। ঝোপের কাছাকাছি চার-পাঁচটা জিউলি। একটা বড়ো অশ্বত্থ গাছও রয়েছে। আর নানারকম জঙ্গুলে লতায় ভর্তি।

মুহূর্তের মধ্যেই একটা গাছের ছোটো ভাঙা ডাল নিয়ে ফিরে এল হুক্কা।

এসে চোখ বড়ো বড়ো করে সে জগন্নাথের দিকে তাকিয়ে রইল, ‘কী রে সুদ কোতায় পেইলি?’

‘শামুক ভেঙে বের করিচি। এই সুতোয় বেঁধে গর্তে ঢোকাব।’

‘কাঁকড়া উটবে বল?’

‘হাঁ। তোরে আর গর্তে হাত ঢুকিয়ে বের করতে হবে নে।’

নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ তার চোখ গেল কাছের একটা বালির ঢিবির দিকে। সেখানে বেশ বড়ো বড়ো কয়েকটা গর্ত রয়েছে। সেদিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল জগন্নাথ। ওকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে হুক্কা হেসে বলে উঠল, ‘কী রে কী দেকতিচি চোক বড়ো বড়ো করে?’

‘বালির ঢিবির ওই গর্তগুলো কীসের রে? অত বড়ো বড়ো!’

‘ওগুলো শেলের গর্ত রে বোকা। একেন অনেক শেয়াল রয়েচে। তার মানে কাঁকড়া পাব অনেক। চ খোঁজা শুরু করি এবারে।’

BanglaBook.org

ওরা কাঁকড়া ধরা শুরু করল। মাঠের এবড়ো-খেবড়ো মাটির ভেতর অনেক ছোটো ছোটো গর্ত রয়েছে। সেগুলো বর্ষার জলে ভর্তি। গর্তের ভেতর শামুকের সুদ ফেলে দিয়ে ওরা কিছুক্ষণ বসে রইল। কোনওটায় পেল। কোনওটায় বা পেল না। এরকমভাবে সারা মাঠ ঘুরে ঘুরে অনেকটা কাঁকড়া জড়ো করেছে দুজন মিলে। অনেকরকম কাঁকড়া পেয়েছে। কোনওটার নাম তেলে কাঁকড়া। কোনওটা বা দুধে কাঁকড়া। আবার কোনওটাকে বা চিতি কাঁকড়া বলে। এমনকী সমুদ্দুরে কাঁকড়ার বাচ্চাও পেয়েছে কয়েকটা, -যা দেখে জগন্নাথ অবাক হয়ে গেছে। হুক্কা ওর ব্যাগের ভেতর একটা বড়ো পলিথিন এনেছিল। সেটার ভেতর সমস্ত কাঁকড়াগুলো ভরে নিল। পলিথিনের মুখটা সুতো দিয়ে ভালো করে বেঁধে জগন্নাথের হাতে দিয়ে বলল, 'এই নে।'

জগু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি নে কী করব?'

'বাড়ি নে যা। রান্না করে খাবি।'

'আর তুই?'

'আমাদের বাসায় গতকাল রাতে বাবা এনেচিল।'

'কোত্তে?'

'জোমরহাট থেকে।'

'জাল বাইতে গেইচিল?'

'না রে। তিন টেকায় এনেচে। এক কড়াই।'

'তাওলে তুই নিবিনি এগুলো?'

'না। এগুলো তোরে দিলুম। তোরা বাড়ি করে খাস।'

'ঠিক আচে। তুই বলতিচি যখন নে যাই।'

'চল। এবার হাঁটা দিই।'

BanglaBook.org

সূর্য তখন মাঠের ধারের অনতিদূরের সেই সাঁইবাবলার গাছটার ডালপালায় আটকা পড়ে গেছে। পশ্চিমে হেলে পড়েছে অনেকটা। রোদের তেজও কমে এসেছে। দুপুর গড়িয়ে কখন যে বিকেল হয়ে এসেছে দুজনের কেউই বুঝতে পারেনি। যে পথে এসেছিল সে পথ ধরে ওরা আবার সবুজ ধানখেতের সরু আল বরাবর হাঁটতে শুরু করল। হাঁটার সময় হুক্কা বলল) 'আলের ওপরতে চোক ফেলে হাঁটিস। এই সময় আলকেউটের উৎপাত বাড়ে।'

জগন্নাথ মাথা নাড়াল।

হুক্কা তার দিকে পিছন ফিরে বলল) 'মাজেমদ্যে একেন এসে কাঁকড়া ধইরলে ভালো হয় নে? কী বলিস?'

সে সটান উত্তর দিল) 'কেন?'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পাঁচ

হেঁতালদুনি গ্রাম যেন ভেতর ভেতর পালটাতে শুরু করেছে। দুদিন আগেও লোকে পুরনো দলের নামে কিছু বলতে ভয় পেত। অন্যায় দেখলেও কেউ সহজে মুখ খুলতে চাইত না। কিন্তু সতীশের খুনের পর গোটা গেরাম মিলে প্রতিবাদে নেমেছে। আর নামবে নাই-বা কেন? এভাবে আর কতো দিন? সতীশ সকলের ঘরের ছেলে ছিল। লোকের আপদ-বিপদে সে-ই তো এগিয়ে আসত। গ্রামের লোকেদের যেকোনও সমস্যাতেই সে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াত। হেঁতালদুনির সমস্ত মানুষকে জড়ো করে এক সুতোয় বেঁধে ফেলতে পেরেছিল সে। এক নামে সকলেই চিনত তাকে। তার স্নেহে আর ভালোবাসায় এই গ্রাম নতুন করে সেজে উঠতে শুরু করেছিল। আর সেই ছেলেটাকেই কিনা বিদ্যুৎ কর্মকারের পোষা কুকুরেরা খুন করে পুড়িয়ে মেরেছে? গ্রামের সব লোক এক হয়ে আজ রাস্তায় নেমেছে। এরা সকলে খুনের শাস্তি চায়। এই ঘৃণ্য অপরাধ তারা মুখ বুজে সইবে না। যেভাবেই হোক সতীশের খুনিদের তারা খুঁজে বের করবেই। কাউকে ছেড়ে

BanglaBook.org

কথা বলবে না। উত্তাল হয়ে উঠেছে মানুষ। এরা সকলেই নতুন দলের পথিক। মানুষের পক্ষে সওয়াল করে তারা। মানুষের জন্য লড়াই করে। তাদের কোনও ডর নেই। মাথা উঁচিয়ে বদলের পক্ষে সকলে পথে নেমেছে তারা।

সতীশের নৃশংস খুনের জন্য যে বিদ্যুৎ কর্মকারই দায়ী তা সহজেই বোঝা গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ সাঙ্ঘাতিক রকম উদাসীনতা দেখিয়ে চলেছেন। তাই আজ থানা ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সারা গ্রাম। কালু মোড়ল আর তাপস কর্মকার ইতোমধ্যেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। নন্দী বাগদি গ্রামেই কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে।

এই যে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে নতুন দলের পাশে গ্রামের সমস্ত মানুষ আজ এগিয়ে এসেছে, এই পরিবর্তন বোধয় নতুন এক যুগের সূচনাকেই নির্দেশ করে দিচ্ছে। ওদের এই প্রতিবাদে সকলের সঙ্গে তরুণসংঘ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ঋতমা চৌধুরীও আছেন। এমনকী সর্দার পাড়ার অগ্রদীপ দত্ত-ও রয়েছেন। এরা প্রত্যেকেই সতীশের পরিচিত ও বন্ধুস্থানীয়।

অগ্রদীপ পাশের গাঁয়ের ছেলে। কলকাতা থেকে হোমিওপ্যাথি পাশ করে এসে গ্রামেই চিকিৎসা শুরু করেছেন। তিনিও মনেপ্রাণে চান এই পোড়া দেশে তার মাতৃভূমি শিক্ষার আলো পাক। মানুষ তার সার্বিক অধিকার ফিরে পাক। পেট ভরে দুবেলা খেতে পাক সকলে। হাসি ফুটে উঠুক তার গ্রামের ছেলেমেয়েদের চোখে মুখে। সমস্ত মানুষের প্রাণে বেজে উঠুক শান্তির ললিত বাণী। তিনিও চেয়েছেন একটা নতুন সকাল। একটা নতুন যুগের সূচনা। কিন্তু এতদিনের নোংরা রাজনীতি ও পরিবেশ ক্রমশই অন্ধকারময়

BanglaBook.org

এক অধ্যায়ে আবদ্ধ করে ফেলেছে এই গ্রামের জনজীবনকে। তাই এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে একসাথে নেমেছিলেন গ্রামের সতীশ বিশ্বাস, প্রতীপ সরকার, অগ্রদীপ দত্ত প্রমুখেরা। এবং তাদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের মতোই এই লড়াইতে থাকতে চেয়েছেন ঋতমা চৌধুরীও। সেই সূত্রে একটা অরাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করেছেন তারা। নাম দিয়েছেন 'আমাদের লড়াই'। এই সংগঠনে গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরাও রয়েছেন।

সকাল এগারোটা বেজে গেছে। আজ শনিবার। থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। থানাকে ঘিরে রেখেছে হেঁতালদুনি গ্রামের সমস্ত লোকজন। থানার বড়োবাবু এখনও পর্যন্ত কোনওরকম মুখ খোলেননি। তিনি ইচ্ছে করেই অপরাধীদের আড়াল করতে চাইছেন। আর বিদ্যুৎ কর্মকার তো তার পেয়ারের লোক। পার্টির বড়ো নেতা। তাকে যে তিনি চট করে ছুঁতে পারবেন না, তা বলাইবাহুল্য। মানুষের নিরাপত্তা যাদের হাতে রয়েছে, তারাই যে নিজ স্বার্থ ও প্রয়োজনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন তা আর বুঝতে বাকি নেই কারোর। তাই আজ এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে, যতক্ষণ না অপরাধীদেরকে গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বিরোধী দলের নেতারা ভেবেছিলেন, নতুন দলের ভরসাযোগ্য উঠতি মুখটাকে খুন করে ফেলে সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে ত্রাসের অন্ধকার জাগিয়ে রাখবে। এমনটা তাই করে মানুষের মনোবল ভেঙে দিয়ে তাদেরকে মুষড়ে দিতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু হঠাৎ করে যে অন্য দিকে জল বইতে শুরু করবে তা কল্পনাও

BanglaBook.org

করেনি কখনও। মানুষ জেগে উঠেছে। তারা কেউ অন্ধ নয়, কাজেই প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। নতুন আলোর জন্য বিপ্লবে পা মিলিয়েছে সকলে।

থানার বাইরে হাজার লোকের সমাগম। হঠাৎ করে ভিতর থেকে প্রায় জনা দশেক পুলিশ এসে সকলের সামনে দাঁড়ালেন। বড়োবাবু ধীরেসুস্থে এগিয়ে এসে একবার নতুন দলের প্রতীপ সরকারের মুখের দিকে পলক ফেলে দেখে নিলেন। সে-ই তো এই দলের অন্যতম মাথা। তাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা জরুরি মনে করলেন বোধয়। প্রতীপ সরকার নতুন দল তথা 'আমাদের লড়াই' সংগঠনের প্রধান সভাপতি। তিনি কলকাতার নামী এক সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক। এই গ্রামেরই মানুষ তিনি। হেঁতালদুনিতে তার আদিবাড়ি। যদিও এখন আর এখানে কেউ থাকেন না। বেশিরভাগ সময়টাই তিনিও কলকাতায় থাকেন। কিন্তু তার গ্রামের বাড়িতেই সংগঠনের যাবতীয় কাজকর্ম চলে। এই গ্রামকে ও গ্রামের মানষকে যেভাবেই হোক সমস্ত অন্ধকার থেকে বের করার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কারণ এই গেরাম তার বাপ ঠাকুদ্দার গ্রাম। এর মাটিকে তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেন না। যতোই রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও আক্রমণ থাকুক না কেন, তিনি মানুষের হয়ে লড়বেনই। যাই হয়ে যাক না কেন।

সকলের সামনে হাতজোড় করে নিয়ে বড়োবাবু নরম গলায় বললেন— 'আপনাদের সকলের কাছে একটাই বিনীত অনুরোধ, আপনারা ধৈর্য বজায় রাখুন। সতীশ বিশ্বাসের মতো একজন সমাজ সচেতন ও পরোপকারী যুবাকে যে বা যারা নৃশংসভাবে খুন করেছে তাদেরকে আমরা খুঁজে বের করবই।

BanglaBook.org

আপনারা দয়া করে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন। আমাদেরকে সময় দিন।'

বড়োবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই অগ্রদীপ দত্ত বলে উঠলেন, 'আপনারা খুব ভালো করেই জানেন কার অঙ্গুলি হেলনে এই কাজ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও আপনারা চুপ কেন? সেই অপরাধী একটি রাজনৈতিক দলের মাথা বলে কি আপনারা হাতে হাত রেখে বসে রয়েছেন এখনও? নাকি সেই দলের হুকুম মতো আপনারা কাজকর্ম করেন?'

বড়োবাবু অগ্রদীপ দত্তের দিকে কালো নজরে তাকিয়ে রইলেন।

গলায় একই স্বর বজায় রেখে বললেন, 'পুলিশ তার কাজ করছে। আমরা কেউই প্রমাণ ছাড়া কোনও স্টেপ নিতে পারি না। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ— অহেতুক সমস্যা না তৈরি করে আমাদেরকে সহযোগিতা করুন।'

প্রতীপ সরকার এগিয়ে এলেন। বড়োবাবুকে উদ্দেশ্য করে রুক্ষ কণ্ঠে বললেন— 'আমরা আপনাদেরকে তিনদিন সময় দিচ্ছি। এই তিনদিনের মধ্যে সতীশের খুনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করতে হবে। ইতিমধ্যেই আপনাদেরকে আমাদের তরফ থেকে ওই তিনজন অপরাধীর নাম আমরা জানিয়েছি। এবং এও জানিয়েছি কার প্ল্যান মাফিক এই কাজ করা হয়েছে। বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে যদি আপনারা ওই খুনিদেরকে না গ্রেপ্তার করেন, তাহলে পরবর্তীতে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এবং যা কিছু ঘটবে, সমস্তকিছুর জন্য আপনারা দায়ী থাকবেন। এই আমাদের শেষ কথা।'

BanglaBook.org

বড়োবাবু কিছুক্ষণ থমকে রইলেন। কোনও উত্তর করতে পারলেন না। অতঃপর রুমাল দিয়ে গাল ও ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে মাথা নাড়িয়ে সকলকে আশ্বস্ত করলেন। উপস্থিত সকলে মিছিলে স্লোগান দিতে দিতে ফিরে যাওয়ার উদ্যম নিল। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে ঋতমা চৌধুরী এগিয়ে এলেন। অগ্রদীপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। ইতিমধ্যেই লোকের ভিড় সরতে শুরু করেছে। অগ্রদীপের দিকে তাকিয়ে ঋতমা বললেন, 'শুনছিলাম তোমার মায়ের শরীরটা ভালো নেই?'

অগ্রদীপ তার দিকে স্থির নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

উত্তর না পেয়ে ঋতমা বললেন, 'কিছু বলছ না যে?'

'চলো ওই গাছতলায় দাঁড়িয়ে কথা বলি।'

কিছুটা দূরেই লাল ইঁটের রাস্তা। সেখানে পথের দুধারে ঘন জঙ্গল ও নানারকম গাছপালা। রাস্তার নীচের জমিতে একধারে ধানখেত। অন্যদিকে ছোটোখাটো খানাখন্দ এবং এঁদো ডোবা। কিছুটা এগোলেই একটা বড়ো কদম ফুলের গাছ। তার নীচে ঠাণ্ডা ছায়ার তলায় গিয়ে দাঁড়াল দুজন। একে অপরের চোখের দিকে দুপলক তাকাল ওরা।

ঋতমা বললেন, 'মা কেমন আছেন এখন?'

'অনেকটাই ভালো আছে।'

'কী হয়েছিল তার?'

'প্রেসারটা হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছিল।'

'এখন কন্ট্রোলে আছে?'

'হুম, অনেকটাই। দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

'তুমি তো আর দেখাও করো না আমার সঙ্গে?'

BanglaBook.org

‘সময় পাই না সেভাবে। সপ্তাহে দুদিন কলকাতায় যেতে হয়। গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ওষুধ দিতে হয় সকলকে। বুঝতেই তো পারছ?’

‘অগ্রদীপ, আমি তোমার উত্তরের জন্য আজও এতদূর হেঁটে এসেছি। তুমি জানো নিশ্চই?’

‘দেখতেই তো পারছ আমাদের জীবনযাত্রা। পারবে তুমি এসবের সঙ্গে মানিয়ে থাকতে?’

‘সব পারব।’

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল অগ্রদীপ। এমন সময় প্রতীপদাকে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখল। তার সঙ্গে বাবলু হালদার ও বিশু প্রামানিক ছাড়াও সংগঠনের আরও কয়েকজন রয়েছেন। ওদের কাছাকাছি এসে প্রতীপদা বললেন, ‘আমি আগামীকাল ভোরবেলা কলকাতায় যাচ্ছি। বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসব। সন্ধ্যাবেলায় মিটিং আছে। তোরা দুজনে ছটার মধ্যে চলে আসিস। লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এবারে প্রত্যেককে একে অপরের দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে।’

ওরা দুজনেই প্রতীপদার কথায় মাথা নাড়ল।

বাবলু বলল, ‘চলো, সকলে এবার এগোনো যাক।’

‘চলো।’

কাঁচা ইঁটের এবড়োখেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সকলে।

সূর্য তখন মাথার উপর।

BanglaBook.org

ছয়

খুব জোরে খিদে নেগেচে তার পেটে। কিন্তু মা-রে কিচু বলা যাবে নে। কাল রেতেই মা জগুকে বলে দেচিল, 'বাবুদের বাড়ি অনেক নোক আসবে। কাল ছেরাদ্দ ভোজন। মোদের খাওনের ঠিক থাকবে নে কোনও। তুই যাস নে। বরং ঘরে থাক। খুদকুঁড়ো যা আচে ফুটিয়ে দেবে অকন তোর দিদি। রেতে তোর তারে খাবার নে আসব।'

জগন্নাথ তার মায়ের কোনও কথাই শুনতে চায়নি। বায়না ধরেছিল মায়ের সঙ্গে কাজে যাবে। তাই সে যেন অত লোকজনের মাঝে কোনও গোল না ক'রে বসে, আগে থাকতে বারবার নিষেধ করে দিয়েছিল সনকা। আজ সকালে দিদি একবাটি মুড়ি দিয়ে বলেছিল, 'খেয়ে লে রাক্কস। দুপুরে পেট পইরবে।'

সে অধীর আগ্রহে জানিয়েছিল, 'সরু চালের ভাত হবে দি। চক্কোত্তিদের পুকুরের বড়ো কাতলা মাছ। আর রসগোল্লা, সন্দেশ, দই। সব হবে জানিস?'

ওর চোখে একরাশ বিস্ময়।

BanglaBook.org

জগন্নাথের বয়েস এবারের চোতমাসে ন'বছরে দাঁড়িয়েচে। ছোটোবেলাতেই তার বাপ মরে গেছে। দিদির কোলেপিঠে বড়ো হয়েছে সে। সনকা আর কতটুকুই বা সময় দিতে পারত। চাষের কাজ থেকে শুরু করে লোকের বাড়ির ফাইফরমাশ খেটে বেড়ানো, সবই করে বেড়ায় সে। যে সামান্য কিছু টাকাপয়সা কাজ করে পায়, তাই দিয়ে তিনজনের পেট চলে। কী কষ্টে যে তাদের সংসার চলে তা সনকাই জানে সব। মাধব যে এভাবে অকালে তাকে ছেড়ে চলে যাবে সে কোনওদিনও ভাবতেই পারেনি। হঠাৎ করেই দুদিনের অসুখে মৃত্যু হল তার স্বামীর। ডাক্তার-বদ্যি করার সময় পর্যন্ত তারা কেউ পেলে না।

গ্রামের মানুষের মুখে জগন্নাথ তার বাপ মরার গল্প শুনেছে বহুবার। বিলের খালে বিষ্টির রাতে মাছ ধরতে গেছিল সেদিন। এমনই ভাদ্দর মাস। বর্ষাকাল। আকাশে নিম্নচাপ চলচে সারাদিন। গভীর রাতে বিষ্টির দেমাক যেন বাড়তেই থাকে। ওর বাপের সঙ্গে গেছিল এই গেরামেরই নরেন জ্যাঠা, উত্তম খুড়ো। তার নিজের হরেণ মামাও ছিল ওদের সঙ্গে। তাদের মুখেই শুনেছে সে। বিষ্টিতে খুব মাছ উঠছিল জালে। কই, ল্যাঠা, ফ্যাঁসা, সরমপুঁটি, এমনকী বড়ো গলদা চিঙড়িও উঠছিল খুব। ওর বাপ যে চুবড়ির খাঁচায় মাছগুলো রেখেছিল, সেখানে নাকি একটা কালো বেড়াল অনেকক্ষণতে বসেছিল। শুকনো পানার স্তূপের উপর মাছ রাখার চুবড়ি রাখা ছিল। তার অনতিদূরেই বসছিল বেড়ালটা। কুচকুচে কালো। চোখে অদ্ভুত ক্রূর দৃষ্টি। বাবার জালের দিকে নাকি এক দিষ্টিতে ছোটো প্রাণীটা তাকিয়েছিল মরিয়া হয়ে। সেদিন বাবার জালে যেন অদৃশ্য শক্তি ভর করেছিল। প্রতি খেপে এত এত মাছ

BanglaBook.org

উঠতে শুরু করল যে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করে ওঠা যায় নে। বাবার সঙ্গে আর যারা গেছিল তাদের চোখেও বিস্ময়। এত মাছ! কই ওদের জালে তো উঠছে না? অথচ প্রায় একই জায়গায় জলে নেমেচে চারজনে! মাছ ধরতে ধরতে জগুর বাবা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জাল টেনে হাত ব্যথা হয়ে গেচিল তার। অথচ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে সকলের মনে খটকা লাগে। সন্দেহ শুরু হয়। এত মাছ ধরার পরেও মাছের চুবড়ি ভরছে না কেন? এতক্ষণে তো কখন ভরে যাওয়া উচিৎ ছিল! সকলেই তাজ্জব বনে যাচ্ছিল। বৃষ্টির বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বাবার মাছের চুবড়ি থেকে কিছুটা দূরে বিড়ালটাও ঠায় একইভাবে বসেছেল। এমন অবস্থায় যতবারই জাল ভর্তি করে মাছ চুবড়িতে রাখা হোক না কেন, অনেক মাছ ধরার পরেও চুবড়ি কিছুতেই ভরে ওঠেনি। খালি হয়ে পড়েছিল। অথচ খাঁচার মুখ বাঁধা ছিল। সেদিন রাতে খালিহাতে বাড়ি ফেরার সময় পেছনতে অন্ধকারে কে যেন বারবার বলচিল, 'মইরবি। তুই মইরবি।'

ওর বাবাকে বাঁচানো যায়নি। পায়খানা বমি করতে করতেই মরে গেছিল দুদিনের ভেতর।

পঙ্কজ চক্কোত্তির পিতার ছেরাদ্দির খাওয়াদাওয়া আজ। গ্রামের মান্যিগণ্যিরা আসবেন। এছাড়া সাত গেরামের লোক খেতে আসবে। ওর মায়ের সঙ্গে সেও কাজে এয়েচে। কাজ বলতে লোকের এঁটো পাতা তুলে টেবিল মোছা। প্যান্ডেলের পেচনে যে মজা পুকুর রয়েচে, সেকেন কদম গাছটার গোড়ায় সব ডাঁই করে পাতা ফেলতে হচ্চে দুপুরতে। খিদেতে পেট জ্বলে যাচ্চে তার। খুব

BanglaBook.org

জোরে খিদে নেগেচে পেটে। কিন্তু মা-রে কিচু বলা যাবে নে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল কখন যেন শেষ হয়ে গেচে। তখনও লোকের আগমন থামেনে। লোক আসতেই রয়েচে। পাতা তোলার সময় ওর দু-একবার মনে হয়েছে— প্যান্ডেলের পেছনে ওই এঁটোপাতা ফেলে দেওয়ার আগে যদি ওকেনতে আধখাওয়া লুচিটা সে মুখে পুরে দেয়? কেউ দেখে ফেলবে কি? মনে মনে ভেবেছে তার মা-ও কি খিদেতে এই এঁটো খাবার নুকিয়ে মুখে দেয় নে? লোকজনের আড়ালে পিছনের কদম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসবই ভাবছিল। সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

পুজো আসতে আর কিছুদিন বাকি। কিছুদিনের মধ্যেই শীতও পড়ে যাবে। শীতে খুব অসুবিধা হয় তাদের। মায়ের শাড়ি মোটা করে গায়ে জড়িয়ে ঘুমোয় সে। অনেক সকাল অবদি কুয়াশা সাদা হয়ে থাকে। ঘরবাড়ি আবছা হয়ে যায়। মানুষজন দেখা যায় না। খাবারের এঁটো শালপাতা ফেলতে এসে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে এসবই ভাবছিল একা একা। একবার সামনেটা দৃষ্টি মেলে তাকাল। পুকুরের ওপারটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে আবছা হয়ে এসেছে। দূরে পুকুরের ওপারে তুলসীতলায় কেউ সন্ধে দিচ্চে। পিদিমের আলো চিকচিক করচে জলে। শাঁখ বেজে উঠল তিনবার। হঠাৎ করেই যেন খসখস শব্দ শুনল সে। বড়ো কদম গাছটার ডালে কি কারোর পা দুলছে? ওপর দিকে তাকাল। কই না তো? সেখান থেকে এক দৌড়ে চলে আসছিল সে। ঠিক তখনই ভারী ঘষা গলায় গাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, 'খেঁয়ে যাঁ। খেঁয়ে যাঁ নুঁকিয়ে। কেঁউ দেঁকতে পাঁবে নেঁ।

BanglaBook.org

সাত

বিকেলবেলার রোদ এখনও পড়েনি। সামনের বড়ো শিরিষ গাছটায় পাখিদের কিচিরমিচির শোনা যাচ্চে। হালকা হাওয়া রয়েচে চাদ্দিকে। জগুদের বাড়ির চালে একটা ঘুঘু সেই কখনতে একটানা ডেকে চলেচে। কেমন মায়াবী লাগচে চারপাশটা।

জগন্নাথ বাড়ির দাওয়ায় বসে বসে দূরের নিমগাছটার দিকে তাকিয়েছিল। তার হাতে একটা বাখারির ছড়ি। একা একা খেলছিল কিছুক্ষণ আগে। কমলা পুকুর ঘাটে গিয়েচে বাসন মাজতে। আর তার মা গোয়ালঘরে ভুষির বস্তা থেকে খাবার ঢেলে দিচ্চে গরুগুলোকে। জগু একা দাঁড়িয়ে নিজের মনে কিছু একটা ভেবে চলেছে। এরকম তার হয়। একা একা থাকলেই কতকিছু মনে হয়। কখনও নিজেকে গাজনের সেই দুঃখী কৃষক, কখনও বা নিজেকে পাগলা বিশুর মতো লাগে। তার বেশ ভালো লাগে এসব ভেবে ভেবে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। এক আধ্যাত্মিক সুখ পায় মনের ভিতর। মুখের ভেতর মিছরি। দুপুরে ঠাকুরকে পুজো দিয়েছিল সনকা। সেই প্রসাদের টুকরো এখন তার হাতে। ভাব তন্ময় অবস্থায়

BanglaBook.org

যখন ওর নিজের মধ্যে এসব ঘটছিল, তখনই হঠাৎ হুক্কার গলা শুনতে পেল। বাড়ির দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাঁক পারচে। বার কয়েক ডাক আসতেই সে সদরের দিকে এগিয়ে গেল।

অবাক হয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই রে? চেঁচাচ্চি ক্যা?'

হুক্কা চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'তোরে ডাকতে এলুম।'

'ক্যা?'

খোলা পথের দিকে হাত নির্দেশ করে হুক্কা বলল, 'মালিদের বাগানে....'

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে আবারও কিছুটা দম নিয়ে বলল, 'মালিদের বাগানবাড়িতে ঘুড়ির নড়াই হচ্চে। চল, দেকে আসি।'

'ঘুড়ির নড়াই!' জগু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইল তার চোখের দিকে।

'পতিবার হয়। পোল্লাদদের বাড়ির নোকেরা ঘুড়ি খেলে। খুব ভিড় হয় ওকেন। যাবি?'

জগন্নাথ খালি পায়ে দাওয়া থেকে নেমে এল।

বন্ধুর হাত ধরে বলল, 'চল।'

ওদের দুজনের কারোর গায়েই কোনও জামা নেই। খালি গা। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট ঘুংসি দিয়ে গোঁজা।

যাওয়ার সময় পুকুরঘাটে দিদিকে বলে গেল, 'মালিদের বাগানে ঘুড়ির নড়াই দেখতে যাচ্চি।'

কমলা ঘটের সিঁড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মা-রে জানিয়েচিস?'

'না। তুই কয়ে দিস।'

BanglaBook.org

'তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস। খুঁজতে যেতে যেন না হয় আমারে।'

দিদিকে জিভ ভেঙিয়ে চলে গেল সে। কমলা নিজের মনে হাসল সামান্য। মাটির ধুলোপথে যেতে যেতে হুক্কা জিজ্ঞেস করল, 'তোর মুখে কী রে?'

'মিচরি খাচ্চি।'

'সব খেয়ে নিচি?'

'আচে আমার কাচে। খাবি?'

'দে।'

হাত পাতল হুক্কা। জগাই তার ছেঁড়া প্যান্টের পকেট টেনে বের করে একটুকরো মিছরি বের করল। বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল, 'পুরোটা খাসনি। দাঁতে কামড়ে আদ্দেকটা ভেঙ্গে আমারে দিস।'

হুক্কা মাথা নাড়ায়।

মালিদের বাগান গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত। নাম শুনে মনে হতে পারে বড়ো বড়ো গাছপালা দিয়ে ঘেরা বাগান। কিন্তু আসলে সেটি একটা বিস্তৃত মাঠের নাম। সেখানে সকালবেলায় গরু ছাগল চরে। আর রাত্তিরে শিয়াল ডাকে। এছাড়া সেখান থেকে কিছুটা এগোলেই তালপুকুরের রাস্তা পড়ে। ওখান থেকে রেললাইন দেখা যায়। দিনে চারবার টেরেন যায়। জগু অনেকবার দেখেচে। মায়ের সঙ্গে এদিক দিয়েই এর আগে সে জোমরহাটের বাজারে গেচে মাল খরিদ করতে। রেল লাইন পেরিয়ে যেতে হয়। ওপারে তিন চারটে বড়ো বড়ো খাল রয়েচে। আর খালের চারপাশে দিগন্ত নলখাগড়ার সবুজ ঝোপ। দুপাশে ঘন সবুজ উলুবন।

দুই বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে চলেচে। বিকেলের রোদ খুব একটা গায়ে লাগে না। বেশ হাওয়া ধরেছে গায়ে। কী আরাম!

BanglaBook.org

তালগাছের বড়ো পাতাগুলো ফরফর করে আওয়াজ তুলছে। পথের দুধারের ফাঁকা ধানজমিগুলোতে গরু চরে বেড়াচ্চে। মাঠের কোথাও কোথাও নানারকমের শাক হয়ে আছে। কোথাও বা ছোয়ারা লতা ছড়িয়ে পড়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে হুক্কা শুধাল, 'জানিস, গেরামে লোক সব এক হয়েচে?'

জগন্নাথ বুঝতে না পেরে চোখ ডাগর করে তাকিয়ে রইল।

হুক্কা আবারও বলল, 'সতীশ কাকারে পুরনো দলের নোকেরা মেরে ফেলেচে। তাই সবাই বিচারে গেচিল। আমার বাপ আর দাদাও গেচিল জানিস? তোরা কেউ যাস নে?'

সে হতবাক হয়ে গিয়ে বলল, 'আমি এসব জানি নে। তবে মা শনিবার মিচিলে গেচিল।'

'শুনিচি বড়ো আন্নোলন হবে।'

'কী সেইটে?'

'জানি নে। কিন্তু আমি আন্নোলনে যাব। যাবি তুই?'

জগু মাথা নেড়ে বলল, 'তুই গেলে আমি যাব।'

সতীশের মৃত্যু হেঁতালদুনী সহ আশেপাশের সমস্ত গ্রামে সাড়া ফেলে দিয়েছে। রাগে ফুঁসছে সমস্ত গ্রামের লোক। ক্ষমতার সন্ত্রাস আর কতদিন? বদল আসতে চলেছে। পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষ জেগে উঠছে চারিদিকে। এখন আর ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখা যাবে না কাউকে।

হাঁটতে হাঁটতে দুজন মালির বাগানে পৌঁছে গেল। পৌঁছে দেখে লোকে লোকারণ্য। ওরা ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে এসেছে। এই সময়ে শহরের দিকে দারুণ দারুণ সব ঘুড়ি ওড়ে। ওরা এসব জানে।

BanglaBook.org

গেরামের লোকের মুখে শুনেছে। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আকাশ লাল নীল বিন্দুতে ভরে যায়। এখানে পৌঁছে তারা দেখল— সকলে মাটিতে বসে ঘুড়ি ওড়ানো দেখছে। প্রহ্লাদ মুখুজ্যেরা বড়োলোক। ওদের অনেক বড়ো বড়ো বাড়িঘর। নিজস্ব চন্ডীমণ্ডপ আছে। ধানের গোলা আছে। তিনটে পুকুর আছে। পাটের ব্যবসা আছে। ওদেরকে নোকে দূর থেকে দেখে। কী সুন্দর ওদের বাড়ির ছেলেমেয়েগুলোর গায়ের রঙ। যেন দুধে আলতা। হুক্কা বা জগুর মতো কালোপানা নয়। আর পরিপাটি জামাকাপড় পড়ে থাকে সবসময়। ওদের মতো ঘুংসিতে প্যান্ট গুঁজে মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায় না কেউ।

জগন্নাথের হাত টেনে ধরে হুক্কা বলল, 'একেন বসি চ।'

শুকনো ঘাসের ওপর বসে জগু বলল, 'কেমন উড়চে দ্যা ওই ঘুড়িটা?'

'ওরে কী কয় জানিস?' চোখ টান করে হুক্কা জিজ্ঞেস করল।

সে মাথা নাড়িয়ে 'না' বলে।

হুক্কা বলল, 'জানিস নে?'

আবারও মাথা নাড়াল।

সে বলল, 'এরে কয় ময়ূরপঙ্খী।'

'ময়ূরপঙ্খী?'

কৌতূহলী চোখ নিয়ে আকাশে ওড়া ঘুড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে জগন্নাথ।

হুক্কা বলে, 'আর ওদিকের ওইটে, যেটা গোঁত্তা খেয়ে নীচের দিকে নামচে, ওরে কয় বুককাঠি।'

BanglaBook.org

সে অন্য একটা ঘুড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, 'এইটারে কী কয় রে?'

'গলায় মালা।'

হুক্কা হাসে।

সে অবাক হয়ে গিয়ে বলে, 'তুই সব জানিস?'

'হাঁ।'

'কেমনে জানলি?'

'বাবা চিনাইচে মোরে।'

'কী সুন্দর সবগুলান। চেয়ে দ্যা ওদিকে....'

মুখুজ্যে বাড়ির লোকজনেরা বছরের এই সময়টা মাঠে ঘুড়ি নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্যাঁচ খেলেন। অনেক দূর পর্যন্ত আকাশে ঘুড়ি বেড়ে দেন তারা। হেঁতালদুনি একটি প্রত্যন্ত অজ পাড়া-গাঁ। এখানকার লোকেদের মধ্যে দারিদ্রতা বেশি। ঘুড়ি ওড়ানোর মতো বিলাসিতার কল্পনাও তাদের স্বপ্নের মধ্যে নেই। ফলে এসবের এদিকে চল নেই। কিন্তু যারা অবস্থাপন্ন তারা কেউ কেউ এসব গ্রামের মধ্যে চাউর করে দেখিয়ে বেড়ান। এতে গেরামের ছেলেপুলেরাও ভিড় জমায়। খেলা দেখে। মজা পায়। হাততালি দেয়। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। মুখুজ্যে বাড়ির লোকজনদের নাম অঞ্চলের মানুষদের মুখে মুখে ফেরে।

যত বিকেল পড়ে যেতে লাগল, ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে ততোই আশেপাশের গেরাম থেকেও লোকজনদের ভিড় বাড়তে লাগল। একসময় বিকেল পড়ে গেল। সন্ধে নামছে। ঝুপ করে চারপাশ কালো হতে শুরু করেছে।

হুক্কা চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, 'চল, ওঠ।'

BanglaBook.org

জগু আপত্তি সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল।

কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'এই টুকুন সুতো চাইব ওদেরতে?'

'কী করবি?'

'এমনি।'

ফিক করে হেসে ফেলল হুক্কা।

হাত তুলে বলল, 'রোসো। আমি কয়ে দেকি।'

সে সত্যি সত্যি মুখুজ্যিদের কাছে গিয়ে বলল, 'ও বাবু, এই টুকুন সুতো হবে?'

একজন তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী করবি?'

হুক্কা জগন্নাথকে দেখিয়ে বলল, 'ও চাইতেচে। ওরে দেব।'

প্রহ্লাদ মুখুজ্যের বড়ো নাতি অবিনাশ লাটাইয়ে সুতো গোটাতে গোটাতে হুক্কাকে ধমক দিয়ে বলল, 'সুতো-টুতো হবে না। যা ভাগ।'

মুখ কাঁচুমাচু করে হুক্কা ফিরে আসে।

সামান্য হাসার চেষ্টা ক'রে জগন্নাথের চোখের দিকে তাকায়।

মাথা নাড়িয়ে না পাওয়ার ব্যর্থতা বন্ধুকে জানান দিয়ে দুজনে একে অপরের হাত ধরে হাঁটা শুরু করে। বাড়ি ফিরতে হবে এবার। অন্ধকার হয়ে এসেছে।

ফেরার পথে নবীন খুড়োদের বাঁশবনের ভেতর দিয়ে হাঁটা দিল তারা।

বাঁশবনে জোনাকি উড়তে শুরু করেছে। অন্ধকারের ভেতর মিটমিট করে জ্বলছে তারা। বন পেরিয়ে কাছেই একটা বেগুন খেত। সেটা ছাড়িয়ে একটা তুঁতগাছের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কেমন নীচের দিকে মাথা করে ঝুলে আছে।

BanglaBook.org

হুক্কা বলল) 'কী রে বাড়ি গিয়ে বকা খাবিনি তো?'

জগু কিছু না ভেবেই বলল) 'না রে। কেউ কিচু কইবে নে। তুই ভাবিস নে।'

'চল) পা চালা।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আট

দোতলার ঘরটা আয়তনে অনেকটা বড়ো। মেঝেতে মোটা মাদুর বেছানো রয়েছে। অনতিদূরেই একটা আরামকেদারা। সেটি রাখা আছে রাস্তার দিকের জানলার কাছে। তার উপরের দিকেই একটা আর্টপেপার। সেখানে সবুজ গাঢ় রঙ দিয়ে বাংলা হরফে লেখা রয়েছে— 'আমাদের লড়াই।'

মাদুরে ইতিমধ্যেই সাত আটজন মানুষ বসে রয়েছেন। তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আরও অনেকে এসে উপস্থিত হবেন। আজ রোববার। প্রতীপদা মিটিং ডেকেছিলেন। সংগঠনের প্রধান মুখগুলো সকলেই ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছেন। প্রতীপদা কিছুক্ষণ আগেই কলকাতা থেকে ফিরেছেন। তিনি কলকাতার একটি সংবাদপত্রে চাকরি করেন। কর্মসূত্রে তিনি কলকাতাতেই বসবাস করেন। কিন্তু হেঁতালদুনির এই বাড়িটা তাদের পিতৃপুরুষের শেষ চিহ্ন। এখানে তার পরিবারের কেউ থাকেন না যদিও। তবে সংগঠনের সমস্ত কাজ এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়। বাড়ির চাবি প্রতীপদার খাস

BanglaBook.org

লোক মহাদেব মালাকারের জিম্মায় থাকে। তিনি দেখাশোনা করেন সবকিছু।

এখন প্রায় সন্ধে ছটা বাজতে চলেছে। আর দুমিনিট বাকি। কয়েকজন এখনও এসে পৌঁছোতে পারেননি মনে হচ্ছে। প্রতীপদা ঘরে ঢুকে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এখনও এসে পৌঁছোতে কার কার বাকি রয়ে গেল?'

গ্রামের এক যুবা বাবলু হালদার বলল, 'কৈলাস ভটচায আর হারাণ মাঝি বাকি রয়েচেন।'

জানলার সামনে রাখা চেয়ারটায় তিনি বসে পড়লেন। অগ্রদীপ তখন ঘরের একপাশে রাখা আজকের খবরের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। প্রতীপদা আবারও সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আর মিনিট দশেক অপেক্ষা করি তবে। ততক্ষণ সকলে মিলে চা খাওয়া যাক। কই গো মালতী চা হল?'

'আসচি কাকাবাবু।'

পাশের ঘর থেকে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর করলেন।

একটু পরেই মালতী চায়ের কাপ থালাতে সাজিয়ে এই ঘরে প্রবেশ করলেন। ওকে দেখে প্রতিমা ও ঋতমা উঠে গিয়ে বলল, 'দিদি, দাও, আমরা হাতে হাতে দিয়ে দিচ্ছি সকলকে।'

এর মধ্যেই কৈলাসবাবু ও হারাণ মাঝিও এসে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রতীপদা মালতীকে বললেন, 'হ্যাঁ রেচ্চি বেশি করে করেছিস তো?'

মালতীদি মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ কাকাবাবু।'

BanglaBook.org

প্রতীপদা একটু থেমে গিয়ে নিজেই নিজের মনে মনে মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'দেখিস কেউ যেন আবার বাদ না চলে যায়।' বলেই চা-এর কাপে চুমুক দিয়ে তৃপ্তিসূচক একটা শব্দ ছাড়লেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলে চা-পর্ব শেষ করে সভাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসলেন।

প্রতীপ সরকার মিটিং শুরু করলেন।

তিনি মাদুরের উপর তিনটে খবরের কাগজ একসঙ্গে ফেলে বললেন, 'কলকাতার এই তিনটে লিডিং নিউজ পেপারেই সতীশের খুনের ঘটনাটা আমরা ছাপতে পেরেছি। ফলে গোটা রাজ্য জুড়ে যে অরাজকতা চলছে তা আবারও সকলের চোখের সামনে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। আর চারদিকে যা চলছে তা তো কারো অজানা নয়। নন্দীগ্রাম থেকে সিঙ্গুর কিছু কি আর বাকি রেখেছে? এই মুহূর্তের এরকম বড়ো দুটো গণ-আন্দোলনের ঢেউয়ের মুখে সতীশের খুনের মতো অনেক ছোটোখাটো ঘটনা চাপা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা হেঁতালদুনির এই অরাজকতার চিত্র সকলের সম্মুখে তুলে ধরতে পেরেছি।'

তিনি কিছুটা থেমে গিয়ে আবারও বললেন, 'এবারে আসল সময় এসেছে। সকলকে এক হয়ে লড়তে হবে।'

অগ্রদীপ মহাদেবদার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে প্রতীপদাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দাদা, আমার মনে হয় না তিনদিনের মধ্যে ওরা কাউকে অ্যারেস্ট করবে। বরং ওদের সহায়তায় খুনিরা হয়তো এই কদিনেই অন্য কোনও নিরাপদ জায়গায় পাচার হয়ে যাবে।'

তার কথা শুনে মহাদেবদা খানিক হাসলেন।

BanglaBook.org

তারপর খানিক চুপ করে থেকে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'পুলিস ওই তিনজনকে খুঁজে বের করার আগেই আমরা ওদের পেয়ে যাব।'

প্রতীপদা চোখে ইশারা করলেন মহাদেবকে।

সেটা কারোর নজর এড়াল না। অর্থাৎ এই কথাগুলো গোপন রাখা জরুরি।

কিন্তু ওই তিনজনকে ধরে এনে কী করবেন প্রতীপ সরকারের দল?

একটা সন্দেহ দানা বাঁধলেও খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না অগ্রদীপের মাথায়।

প্রতীপদা সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমরা বদল চাই। আর তার জন্য বৃহত্তর আন্দোলন প্রয়োজন। গ্রামের সমস্ত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে পথে নামতে হবে। পুলিশ কী করছে না-করছে তাতে আমাদের কারোর কিছু যায় আসে না। আমরা এই বুধবার থেকে পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

এবারে তিনি চুপ করে রইলেন।

তার অ্যাসিস্টেন্ট মহাদেব মালাকার বললেন, 'আমরা চাই আপনারা সকলে আমাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুন। আপনাদের প্রধান কাজ হবে গ্রামের সমস্ত মানুষকে 'আমাদের লড়াই' এ সামিল করানো। একটা মানুষও যেন বাদ না পড়ে যায়। ছেলে, বুড়ো, জোয়ান, মহিলা, সকলকে এই আন্দোলনে সামিল করা চাই। সতীশের খুনের বদলা নয়, আমরা চাই বিদ্যুৎ কর্মকার ও তার দলবলের যেন কোনও চিহ্ন কোথাও খুঁজে না পাওয়া যায়।'

BanglaBook.org

মহাদেবকে থামিয়ে প্রতীপদা বললেন, 'তার জন্য যদি আমাদেরকে বন্দুক হাতে তুলে নিতে হয় তাও ভালো।'

অগ্রদীপ আর কৈলাস ভটচায ইতস্তত বোধ করল। দুজনে একসঙ্গে কিছু বলতে চেয়ে একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ইতিমধ্যে ঋতমা মুখটা কালো করে বলে উঠল, 'এভাবে হিংস্র আন্দোলন জারি করে কোনও সমাধান হবে না প্রতীপদা। বরং উলটে আরও অশান্তি বাড়বে। আর তার ফল ভুগতে হবে গরিব গ্রামবাসীদের। ভেবে দ্যাখো ব্যাপারখানা।'

তার কথা শুনে প্রতীপ সরকার সামান্য হাসলেন।

তার ঠোঁটের কোণে গূঢ় কোনও উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে।

তিনি থেমে থেমে বললেন, 'তুমি কী ভেবেছ? এত পুরোনো একটা দলকে মোমবাতি হাতে আমরা শান্তি মিছিল করে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে পারব? কতটুকু অভিজ্ঞতা আছে তোমার হে?'

ঋতমা চৌধুরীর মুখ আরও কালো হয়ে গেল। সে মাথা নীচু করে স্থির হয়ে বসে রইল।

বিশু প্রামাণিক এতক্ষণ ধরে চুপ করে সকলের কথা শুনছিল। এবার সে উত্তেজিত স্বরে বলল, 'আমরা লড়তে চাই প্রতীপদা। আপনি অস্ত্রের জোগান বাড়ান। আপনার বাতলে দেওয়া উপায়টাই একমাত্র উপযুক্ত পথ বলে আমি মনে করি। রক্ত ছাড়া কোনও লড়াই-ই সফলতা পাবে না। আপনি আমাদের আদেশ করুন—'

ঘরের সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে প্রতীপদা বললেন, 'সবাই রাজি তো?'

BanglaBook.org

তার কথায় সকলেই সম্মতি জানাল। কিন্তু ঋতমা মাথা নীচু করে বসেই রইল। সে মুখে কোনও কথা বলল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বললেন, 'কী হল ঋতমা? কিছু বলবে?'

সে মুখ তুলে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল। তারপর কিছুটা সময় নিয়ে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি এরকম একটা সিদ্ধান্ত না নিয়ে আরেকটু ভেবেচিন্তে দেখলে হত না?'

'সময় নেই বন্ধু। আজ সতীশকে খুন করেছে। কাল আমাকে করবে। পরশু মহাদেবকে। তার পরের দিন কৈলাসকে। তার পরের দিন অগ্রদীপকে। এবং সব শেষে তোমাকেও। কাউকে ছাড়বে না ওরা। কতটুকুই বা চেনো তুমি বিদ্যুৎ কর্মকারের দলকে?'

ঋতমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাহলে আপনি যা ঠিক মনে করবেন তাই হোক। আমরা আছি।'

'এই তো চাই।' উচ্চ নিনাদে বলে উঠলেন তিনি।

মহাদেব বললেন, 'তাহলে বুধবার প্রথম কাজ হবে থানার সামনে জমায়েত তৈরি করা। এই কদিনের মধ্যে গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়ে বুঝিয়ে আসতে হবে। আমরাই তাদের বিপদের সময়ের একমাত্র সঙ্গী। আমরাই তাদের একমাত্র ভরসার স্থল। ওরা সকলে যেন সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকে।'

প্রতীপদা বললেন, 'বুধবার সকাল দশটায় থানা ঘেরাও করব। তোমরা সকলে গ্রামের লোকেদের এক করো।'

কৈলাস ভটচাযের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আর বিশু হেঁতালদুনিটা দেখবে।'

কৈলাসবাবু মাথা নাড়ালেন।

BanglaBook.org

এরপর বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই আর অগ্রদীপ, সর্দার পাড়ার মানুষজনদের দেখবি।'

দুজনেই মাথা নাড়াল।

'হারাণ আর প্রতাপদা, তোমরা বাঁশাই গ্রামটাকে দেখো।'

প্রতাপ চক্কোত্তি মাথা নাড়িয়ে সায় দিলেন।

এরপর কীভাবে, কোথায় সকলে ওইদিন সকালে জমায়েত হবে তার একটা খসড়া বলে দিলেন তিনি। সভা আজকের মতো শেষ হল। প্রতীপদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন সকলে। কেউ কেউ থেকেও গেলেন। হয়তো আড্ডায় বসে একান্তে আলাপ আলোচনা করবেন কিছু, যা সকলের সম্মুখে বলা যেত না। তারপর বেরোবেন।

প্রতীপদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অগ্রদীপ ঋতমাকে বলল, 'চলো তোমাকে ছেড়ে আসি। ভালো রাত হয়ে গেছে।'

'কটা বাজে এখন জানো তুমি?'

ঋতমা শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল।

অগ্রদীপ বলল, 'ও বাড়ির ঘড়িতে দেখলাম নটা বাজতে দশ।'

'ওহ, অনেকটা দেরি হল।'

'হুম।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবারও অগ্রদীপ জিজ্ঞেস করল, 'টর্চ আছে তোমার কাছে?'

'না।' মাথা নেড়ে জানাল ঋতমা।

'অবশ্য টর্চের দরকার হবে না। দ্যাখো কেমন চাঁদের আলো রয়েছে!'

BanglaBook.org

‘কৃষ্ণা চতুর্থীর চাঁদ।’ একরাশ বিস্ময়ে ঋতমা তাকিয়ে রইল গোল থালার মতো উজ্জ্বল চাঁদটার দিকে। ওরা মুখে আর কোনও কথা বলল না। চাঁপা পুকুরের পাশের সরু মাটির পথ ধরে দুজনে হাঁটতে লাগল। জোছনায় চারিদিক ভরে আছে। ধানজমিতে জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। গাছগুলো স্তব্ধ হয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্বাক। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঋতমা বলল, ‘অগ্রদীপ আমার মনে হয় না প্রতীপদা সঠিক কাজ করছেন?’

সে চিন্তিত মুখে তার চোখের দিকে তাকায়— ‘কী বলতে চাইছ?’

‘যে উপায়ে তিনি পুরনো দলকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছেন তাতে রক্ত বইবে।’

‘পৃথিবীর এমন কোনও বিপ্লব কি রয়েছে যাতে কোনও রক্ত বয়নি অথচ মানুষ জয়ী হতে পেরেছে?’

‘জানি না। কিন্তু তার এই পথটাকে আমার স্বার্থসিদ্ধির উপায় ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।’

‘তুমি কী চাও?’

ঋতমার মুখের দিকে তাকাল অগ্রদীপ।

ঋতমা মৃদুস্বরে বলল, ‘এই গ্রামের মানুষদের ভালো চাই। আমি চাই তারা তাদের সমস্ত অধিকার ফিরে পাক। একটা সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠুক এখানে। এই গ্রামের ছেলেমেয়েরা সঠিক শিক্ষা নিয়ে বড়ো হয়ে উঠুক। মানুষ বসবাসের উপযুক্ত হয়ে উঠুক এই গ্রাম। এছাড়া আর কিছুই চাই না আমি।’

BanglaBook.org

‘এই স্বপ্ন আমারও। কিন্তু আমার মনে হয় প্রতীপদা যা করতে চলেছেন, অনেক ভেবেচিন্তেই করছেন। এবং তাতে গ্রামেরই ভালো হবে বলে আমি মনে করি।’

‘বেশ।’

‘এ বিষয়ে আর মতভেদ না বাড়ানোই ভালো।’

দুজনে আবারও চুপচাপ হয়ে গেল।

ওরা হেঁটে চলেছে। এখান থেকে ঋতমাদের হস্টেল এখনও অনেকটা পথ।

এই রাত্রির অপরূপ রূপ যেন দুজনে উপভোগ করতে চাইছে। অথচ কী একটা অস্বস্তি রয়েছে তাদের মধ্যে। অগ্রদীপ সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। গ্রামের এই রাস্তাগুলো ততটা ভালো নয়। ফলে কিছুটা এগিয়ে কাঁচা ইঁটের রাস্তা পেলে ওকে ক্যারিয়ারে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। যদিও সে সাইকেলে যেতে চাইবে কিনা তা ওর জানা নেই। মাথার ভেতর নানারকম টুকরো টুকরো চিন্তা নিয়ে সে পথ চলছিল। হঠাৎ করেই গলা চড়িয়ে বলল, ‘আস্তে! দেখেছ! আর একটু হলেই পড়ে যেতে?’

ঋতমার হাতটা এখনও তার হাতে ধরা।

সে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল— ‘গেলুমই বা পড়ে। তুমি তো আছো হাতখানি ধরার জন্য।’

অগ্রদীপ হাতটাকে তেমনই ধরে ওকে বুকের কাছে নিয়ে এল।

দুজনে পলকহীন তাকিয়ে রইল একে অন্যের চোখের দিকে।

ঋতমা মৃদুকণ্ঠে বলল, ‘আমি তোমার সাথে থাকতে চাই অগ্রদীপ। আমি চাই সারাটাজীবন এভাবেই তুমি আমার হাতটা ধরে রাখো।’

BanglaBook.org

'আমি কি ভাবিনি ঋতু? সেই কবে থেকে আমাদের বন্ধুত্ব, যখন আমি তোমাদের বাড়িতে তোমার দাদার কাছে যেতুম, সেই তখন থেকে শুরু...। কত কুণ্ঠা সত্ত্বেও এই মনটা দিয়ে ফেলেছি তোমায়। কতবার ভেবেছি। এই অজ পাড়াগাঁয়ে মানুষ আমি। একটুখানি মাটির ঘর। কীভাবে রাখব তোমাকে? জানোই তো এখানকার অবস্থা। এভাবে এখানে কী করে তোমায় নিজের কাছে রাখি বলো? তার চাইতে অন্য কারো কাছে তুমি নিরাপত্তা পাবে অনেক বেশি। এইসব ভেবেছি এতকাল। অথচ তুমি পড়াশোনা শেষ করে চাকরি নিয়ে সরাসরি চলে এলে আমার গ্রামেই। কী চাও তুমি? কী চাও ঋতু?'

'আশ্রয় চাই। তোমার পায়ের কাছে এক টুকরো আশ্রয়। বলো, দেবে কি?'

ঋতমাকে বুকের খুব কাছে টেনে জড়িয়ে ধরল অগ্রদীপ।

জোছনায় পথ হারাল দুজনার হৃদয়।

BanglaBook.org

নয়

আকাশটা ভারি সুন্দর লাগছে। কী গভীর! নীল আর সাদা রঙের বাহার। শরতের আকাশ এমনই হয়। চারিদিক আলো আলো লাগে। কেমন রঙের আবেশে নয়নাভিরাম জন্মায়। এই মুহূর্তে সাদা মেঘের উপর সূর্যের আলো এসে পড়ায় তা আরও চকচক করছে। যেন খাঁটি সোনা। জগন্নাথ সেদিকে তাকিয়েই বসে আছে। কেমন একটা দুঃখের ভাব জন্মেছে যেন তার মনে।

গেরামের পুবদিকে নয়ানজুলির খাল। এখানে বিশেষ বিশেষ সময়ে মাছ ধরার ভিড় বাড়ে। এই মুহূর্তে অবশ্য স্থানটা নির্জন। একদম ছিমছাম। আশেপাশে ঘন বাঁশবন। কোথাও কোথাও বড়ো বড়ো জাম, কাঁঠাল, আরও অনেক গাছ রয়েছে। আর চারপাশে নাম না জানা নানারকম ঝোপঝাড় তো রয়েইছে। দিনের বেলাতেই জগন্নাথ দেখল তিনটে শিয়াল তার অনতিদূরে দৌড়ে পালাল। সে অবশ্য এসবে ভয় পায় না। মাঝেমধ্যে সে এমনই একলা একলা বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। তার যখন মন খারাপ হয়, তখন হাঁটতে হাঁটতে আশেপাশের গভীর জঙ্গলে ঢুকে

BanglaBook.org

পড়ে। একা একা গাছেদের সঙ্গে কথা বলে সে। মনের কষ্টগুলো গড়গড় করে মুখস্থ শোনায় গাছগুলোকে। এই যেমন কিছুক্ষণ আগে। ওই যে দূরের বকুলগাছটা। ওর নীচে গিয়ে সে বসেছিল। কথা বলছিল তার সঙ্গে।

বকুলগাছটা ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করল, 'পেট পড়ে গেচে কেন? কিচু খাওনি বোধয়?'

সে তেমনিই নিবিষ্ট মনে বলল— 'বাড়িতে খাবার নাই তো খাব কী?'

বকুল গাছ— 'কেন চালভাজা ছিল তো মুড়ির কৌটায়?'

'সে তো কাল দুপুরে খেয়েনিচি।'

'তা গাছেটাছে পেয়েরা খুঁজে দেকতে পারো।'

'সব গাছ ফাঁকা। একন আর পেয়রা কোতায়?'

'তাওলে গোটাদি সবেদা পেড়ে আনো গে যাও।'

'চৈত্তির মাসে সব গাছ খালি হয়ে গেচে।'

'পড়শিদের কাচে মুড়ি নেতে পারতে।'

'না, থাক।'

'ঠিক আছে, থাক। বলো দেকি কেমন আচ?'

'মন খারাপ হয়েচে।'

'কেন?'

'বাড়িতে দিদি আর মা কাঁদতেচিল।'

'কেন?'

'বলতে পারি নে।'

'মন খারাপ করতে নাই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

BanglaBook.org

হয়তো এখানেই ওদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিংবা আরও কোনও কথা বলেছিল সে। এখন আর মনে নেই তার। সে দূরের খেজুর গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শালিক পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে গাছেদের মাথার ওপর দিয়ে। ওদের মাথার ওপর সাদা নীল আকাশ। কোনও কোনও দিন এভাবেই তার সারা বেলা কেটে যায়। হুঁশ থাকে না। বসে থাকে খালের পাশে একা। গাছগুলোর সঙ্গে গল্প করতে বেশ ভালো লাগে তার। তারপর হঠাৎ করে হুঁশ ফিরলে তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরে যায়।

কদিন হল সে আর স্কুলের পথে পা মাড়ায় নে। হুক্কার সঙ্গেও সেভাবে কথা হয় নে। যদিও সে কয়েকবার এসেছিল তার বাড়িতে। কিন্তু বাড়ির অবস্থা-চরিত্তির দেখে আর তাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করে নে। বয়েস কম হলেও হুক্কা বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা অঘটন ঘটে গেছে জগুদের বাড়ি।

সামনেই দুর্গাপুজো। আর বেশিদিন বাকি নেই। হাতেগোনা আট-ন দিন। এর মধ্যে কী এমন ঘটল জগুদের বাড়িতে? এ গেরামে কোথাও আলাদা করে পুজো হয় না। শুধু চক্কোত্তিরা তাদের বাড়ির পুরনো পুজোটা একইরকম টিকিয়ে রেখেছে। ছোটো ঠাকুর সাজানো হয় গয়নাগাটি দিয়ে। মায়ের প্রতিমা এলেই সারা গেরামের ভিড় উপচে পড়ে। ছেলেপুলেদের হইচই সারাক্ষণ কানে বাজে। ঢাকিদের বাদ্যিতে সেই কোন ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যায় সকলের। অনেকে সুন্দর সুন্দর নতুন জামা আর পেন্টুলুন পরে আসে। আর অষ্টমীর দিন নিরামিষ ভোগ হয় সেকেন। চক্কোত্তিদের বিশাল উঠোনে সকলে লাইন দে খেতে বসে। সেদিন সকলে পেট ভরে খায়। কেউ কাউকে ফিরিয়ে দেয়

BanglaBook.org

নে। কত লোকের যে ভিড় জমে সেসব দেখবার মতো বিষয়। এবছরও সেকেন পুজো হবে। তার পস্তুতি চলচে। বন্ধুদের মুখে খবর পেয়েচে অনেক আগেই।

জগন্নাথের মন ভালো নেই। তার অবশ্য বিস্তর কারণ আছে। এই তো কদিন আগের ঘটনা। সে তখন দাওয়ায় বসে পাটালি গুড় চিবোচ্চিল। ওর দিদি গিয়েচিল স্বন্নদের বাড়ি। বাড়ির সামনে যে বাঁশবনটা পড়ে, সেটা পেরিয়ে গেলেই গৌরী পিসিদের বাড়ি। স্বন্ন তাদের বাড়ির নতুন বউ হয়ে এয়েচে। তার সাথে দিদির খুব ভাব। ওরা একসাথে পুকুরে ছেনান করতে যায়। এমনকী বিকেলে বাসন মেজে ঘাটে গা-ধুইতে পর্যন্ত একসঙ্গে যায়। এছাড়া তো কখনও কমলা গিয়ে স্বন্নর মাথা বেঁধে দিচ্চে। আবার কখনও স্বন্ন ওর চোখে কাজল পরিয়ে দিচ্চে। দুদিনের মধ্যে বেশ বন্ধু পাতিয়েচে ওরা।

সেদিন দুপুরবেলা কমলা খাওয়া-দাওয়ার পর স্বন্নদের বাড়ি গেচিল আনাজের খোলা আনতে। তাদের গরুগুলোর তরে এসব জোগাড় করতে হয়। কমলা কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি চলে এল। জগন্নাথ কিছু বোঝার আগেই বাড়ির ভেতর মায়ের সঙ্গে ঝগড়া শুরু হল তার দিদির।

সে কাঁদতে কাঁদতে মাকে চেঁচিয়ে বলল, 'এত কিছু শুনেও তুই আমারে কিচ্ছুটি জানালি নি? এত বড়ো পাষাণ তুই?'

মা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। কমলাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করছে তাকে। সনকা বলল, 'একটু ধৈর্য ধর মা। একটু ধৈর্য ধর। আমি লোক পাঠিয়েচি তার জবাব নিতে। হরিপদ আর দুলাল গেচে

BanglaBook.org

তারে ধরে আনতে। একটু অপেক্ষা কর। একন কিচ্ছুটি সাড়া করিসনি। সব জানাজানি হয়ে যাবে। একটু চুপ থাক।'

কমলা তেমনিই কাঁদতে কাঁদতে মাটির মেঝেতে বসে পড়ল— 'জানাজানি হয়নি ভেবেচ? কেউ জানে নে বুজি,— যে তিনি সেকেন কোনও মোছলমান মাগিরে বে করেচে? কেউ জানে নে না?'

তার মা কমলার সামনে গিয়ে বসল। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। চোখের জল মুছিয়ে দিল কাপড়ের আঁচল দিয়ে।

জগন্নাথের দিদি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার কপাল পুড়েচে মা। আমার কপাল পুড়েচে।'

তার মুখের কথা জড়িয়ে এল। সে মাটির মধ্যে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদতে রইল। তার মায়ের চোখেও জল। হঠাৎ এমন একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটবে তা কেই-বা জানে। কিন্তু ঘটনাটা চারদিকে ইতিমধ্যেই পাঁচকান হয়ে গেছে তা বুঝতে সনকার আর বাকি নেই।

নগেন খুড়োর ছেলে কার্তিকের কাছে প্রথম খবর পেয়েছিল সনকা। তার জামাই নাকি উড়িষ্যায় কোন মোছলমান মাগিকে বে করেচে। প্রথমে যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয়নি তার। এ কী করে সম্ভব? কিন্তু ওই একই খবর কিছুদিনের মধ্যে উত্তমদের বাড়ি থেকেও পাওয়া গেল। পাগলাদাদুও খবর পাঠালেন ওর মাকে। এরপর আর কোনও সন্দেহ রাখা উচিত নয়। তথাচ এ যে খুব বড়ো অন্যায় করেছে তার জামাই, তা বলাই বাহুল্য। একটা বউ থাকতে আবার অন্য একজনকে বিয়ে করে সে কোন সাহসে! তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে সনকা পাগলাদাদু আর উত্তমদের সঙ্গে আলোচনা

BanglaBook.org

করে রাতারাতি গেরামের দুই যুবককে পাঠিয়েছে উড়িষ্যায়। যেমন করেই হোক যেন ধরে-বেঁধে আনতে পারে তাকে। কোনও-রকম ভাবে তাকে ফেরানো চাই। গৌরীপিসিদের বাড়িতেও নিশ্চই খবরটা জানাজানি হয়েচে, নাহলে সেকেনতে কীভাবে খবর পাবে কমলা? ওখান থেকেই নাকি শুনে এসেচে সে। মেয়েকে কোনওমতে নিজের বুকে চেপে ধরে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল সনকা। তার নিজের চোখ থেকেও টপটপ করে জল পড়ছে। দিদি মুখে শব্দ করে কাঁদছে। যেন বাচ্চা মেয়েটি। আর তার মা নিঃশব্দে কাঁদচে। এসব দেখে জগন্নাথের কেমন ভয় ভয় করল। তার জামাইবাবু কি নতুন আরেকটা বিয়ে করেচে? সে কি আর এই গেরামে আসবে নে? তার সঙ্গে, তাদের সঙ্গে কি আর কোনও কথা বলবে নে? কেমন গা গুলিয়ে উঠছে তার। মা আর দিদির কান্না দেখে সেও কেঁদে ফেলল। হাতের পাটালিটা মাটির মেঝের ওপর ফেলে রাখল। তার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

এই তো কদিন আগের ঘটনা। সেসব মনে করেই মনটা ভারী হয়ে উঠেছে তার। একা একা থাকলে দিদির কথা, মায়ের কথা, বাড়ির কথাই বেশি করে মনে পড়ে। কেমন একটা কষ্ট হয় তার বুকের ভেতর। এসব সে কাউকে বলে বোঝাতে পারে না। সকাল থেকে বসে বসে এসবই ভাবছিল এতক্ষণ। সে হঠাৎ চকিতে বুঝল তার চোখের কোলদুটো ভিজে রয়েছে। নিজের অজান্তেই কখন গাল বেয়ে কান্না নেমে এসেছে। হাত দিয়ে ভালো করে দুচোখ কচলে নিল সে।

হঠাৎ করেই দেখল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামছে। খুব সূক্ষ্ম জলের ফোঁটা। অথচ আকাশে কোনও মেঘ নেই। বরং

BanglaBook.org

রোদ ঝলমল করছে চারিদিকে। সে মনে মনে ছড়া কাটল। 'রোদ উঠেচে বিষ্টি পড়চে/ শেয়াল কুকুরের বে হচ্চে।' অর্থাৎ একই সঙ্গে রোদ ওঠা ও বৃষ্টি পড়া আসলে শিয়াল আর কুকুরের বিবাহের পক্ষে শুভ মুহূর্ত। কিছুক্ষণ বসে বসে রোদের ভেতর বৃষ্টি দেখল। একটা বড়ো কাঁঠালগাছের নীচে বসে রয়েচে জগন্নাথ। তাই গায়ে কোনরকম জল এসে পড়েনি। অবশ্য গাছটার পাতা এত ঘন আর ডালাপালায় ঢাকা যে গায়ে বিষ্টির জল এসে পড়ার কোনও ফাঁকফোকর নেই। সে বসে রইল। আচমকাই রোদটা পড়ে গেল। মেঘে ঘিরে ফেলেছে আকাশ। বেশ কালো হয়ে এল মুহূর্তেই। এবারে বোধয় জোরে বিষ্টি নামবে। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো আর চলে নে। বাড়ির দিকে এগোতে হবে। সেই কোন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাঠে চলে এসেছিল। সেকেন দে বনজঙ্গলের ভেতর থেকে সরাসরি খালের পাড়ে এসে পৌঁচেছিল। তার পেটে খুব খিদে লেগেচে। সকালে দুটো চালভাজা খেয়েচিল। আর কিছু খায়নে সারাদিন। বাড়িতে এইসময় খিদের কথা কইবেই বা কীভাবে? সকলে যেন কেমন খুব বিপদে রয়েচে।

জগন্নাথ উঠে দাঁড়াল। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়ছে। ভয়ঙ্কর শব্দ হচ্ছে আশেপাশে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়াও আছে। এবারে তার গায়ে এসে জল লাগল। বিষ্টির ঝাপটায় তার মুখ, পিঠ সব ভিজে যেতে রইল। সে গাছের গা ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। তবুও জলের ঝাপটায় মুহূর্তেই ভিজে গেল সে। তার শরীর বৃষ্টির জলে চপচপ করছে। দূরে কোথায় বাজ পড়ছে। খুব জোরে আকাশ ডাকতে শুরু করেছে। হঠাৎ করেই বৃষ্টির মধ্যে জগন্নাথ দৌড় দিল। বাড়ির দিকে ছুটে চলল সে।

BanglaBook.org

দশ

প্রতীপ সরকারের আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে গেছে। গ্রামজীবন ঘুলিয়ে উঠেছে রাজনীতির কালো ধোঁয়ায়। এই কদিনে হেঁতালদুনির জনজীবনে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। সাধারণ মানুষের জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ওলটপালট হয়ে গেছে তাদের প্রতিদিনের কার্যকলাপ। কিছুদিন আগেই থানার সামনে জড়ো হয়েছিল গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ। আর প্রতীপ সরকারের দলের প্রত্যেকজন সদস্য। থানার সামনে দাঁড়িয়ে শুরু হয়েছিল প্রতিবাদ আন্দোলন।

বড়োবাবুর দেওয়া প্রতিশ্রুতি তিনি কোনওভাবেই রাখতে পারেননি। সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে পুলিশ। সতীশ বিশ্বাসকে যারা খুন করেছিল তাদের কাউকেই এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেননি বড়োবাবু ও তার দলবল। পুলিশ নাকি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনওভাবেই নাগালে পায়নি তাদের। অবশ্য জোর কদমে তল্লাশি চলছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে তিনজনকে গ্রামবাসীর সামনে হাজির করার কথা ছিল তাদেরকে না পেয়ে লোকজন ক্ষেপে

BanglaBook.org

উঠেছে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা ও জুলুম করা হচ্ছে। এই জন্য আওয়াজ তুলেছে প্রতীপ সরকারের দল।

আজ বুধবার। থানার সামনে ইতিমধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে। একদিকে যখন প্রতীপ সরকারের আহ্বানে গ্রামবাসীরা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, অন্যদিকে তখন মহাদেব মালাকারের নির্দেশে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক পুলিশের গাড়ি। পাঁচটা বোম ফেলা হয়েছে। এসবের দায়িত্বে বাবলু হালদার আর বিশু প্রামাণিককে আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিল। যে যার কাজ বুঝে নিয়েছে সঠিকভাবেই। প্রতীপদা ভিড়ের মধ্যে থেকে ধ্বনি তুলছেন। সঙ্গে রয়েছেন হারাণ মাঝি, কৈলাস ভটচায, অগ্রদীপ দত্ত প্রমুখেরা। এই আন্দোলন যে কোন পথে এগোচ্ছে তা বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না ঋতমার। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে এসবই ভাবছিল। পুলিশ ভয়ে থানার ভিতর সেঁটিয়ে রয়েছে। তারা এই ভিড় কোনওভাবেই সামলাতে পারছেন না। বাইরে হাজার হাজার মানুষ হুঙ্কার দিচ্ছেন। পুরোনো দলকে সামনে পেলে হয়তো কেটে কুটিকুটি করে দিত সকলে। প্রতিমাদি এসে ঋতমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল— 'থানা জ্বালিয়ে দেওয়া হবে এবার।'

সে আঁতকে উঠল প্রতিমাদির কথা শুনে,— 'কী, বলছ কী!'

'হ্যাঁ। প্রতীপ সরকারের জোর কতটা তা দেখবে এবার সকলে।'

'কিন্তু এমন হিংস্রতা কোনও সমাধান নয় প্রতিমাদি।'

'তুমি সংগঠনের সদস্যা হয়ে এমন কথা কইচ?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা এই আন্দোলনটাকে?'

BanglaBook.org

‘বোঝার প্রয়োজন নেই। কাকাবাবু যেভাবে বলচেন, তেমনটি করে যাও।’

বোমা ফাটার আওয়াজ হল। থানার সামনের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। সকল লোক অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো পুলিশ-র‍্যাফ নামানো হবে। কিন্তু তার আগেই গ্রামের রাস্তা কেটে দেওয়া হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সমস্ত বন্দোবস্ত শুরু করেছে প্রতীপ সরকারের লোকজন। সরকারি সমস্ত পরিষেবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। গ্রামবাসীদের মুখে একটাই শ্লোগান— ‘সতীশ বিশ্বাসের খুনের বদলা চাই।’

আসলে সতীশ বিশ্বাস একটা অজুহাত। হেঁতালদুনি নতুন এক রাজনীতির খেলায় নেমে পড়েছে, যার নিয়ন্ত্রক খোদ প্রতীপ সরকার।

গতকাল বিকেলে যখন প্রতীপদার বাড়িতে অগ্রদীপ সংগঠনের কাজে দেখা করতে গিয়েছিল, তখন সতীশ বিশ্বাসের খুনের দুই আসামিকে ওখানেই আটক থাকতে দেখেছিল। তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। কিন্তু প্রতীপদার নিষেধে এ খবর তার জিভের ডগা পর্যন্ত আসতে পারেনি। তিনি বারণ করে দিয়েছিলেন। এই খবর যেন বাইরে না বেরোয়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন মহাদেবদা। সঙ্গে ছিলেন প্রতাপ চক্কোত্তিও। ঠিক কী খেলা চলছে কিছুই বুঝতে পারছে না সে। সেখানে উপরের ঘরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিল নন্দী বাগদি আর তাপস কর্মকারকে। তাদের মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। এ দৃশ্যটা তার মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে কাল সারারাত। দলের সমস্ত কথা, সমস্ত

BanglaBook.org

পরিকল্পনা কেন তাদের সকলকে পরিষ্কারভাবে জানানো হচ্ছে না? কেন গোপন রাখা হচ্ছে অর্ধেক খবর? কিছুই বুঝতে পারছে না সে। কিন্তু গোপনে কয়েকটা খবর তার কানে এসেছে। মালতীদি তাকে খবরখানা দিয়েছে। নন্দী আর তাপসকে দিয়ে নাকি খারাপ কোনও কাজ করাবার কথা ভেবে রেখেছে প্রতীপদা। ওদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কর্মকারের খুঁটিনাটি বের করে নিয়েছেন তিনি। আপাতত কী করতে চাইছেন তাদের দিয়ে তা বোঝা যাচ্ছে না। এছাড়া আরও একটা সাঙ্ঘাতিক খবর কানে এসেছে অগ্রদীপের। প্রতীপদা নাকি এবারের ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি টিকিট পেয়ে গেছেন। যদি কথাটা সত্যি হয় তাহলে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড খুবই পরিষ্কার তার কাছে। আর তাছাড়া পুরোনো দলের লোকজনও সাঙ্ঘাতিকরকম ভাবে নিশ্চুপ। ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কী চলছে তলে তলে?

দুদিন কেটে গেছে। আন্দোলন এখনও চলছে দফায় দফায়। কী চায় হেঁতালদুনির মানুষ? শান্তি? নাকি নতুন কোনও রাজনীতি? যা আরও স্বার্থ ও পরাধীন? অগ্রদীপের সঙ্গে ঋতমা সেদিন অনেক আলোচনা করেছে। তারা দুজনেই সংগঠন ছাড়তে চায়। তারা অরাজনৈতিক দল চেয়েছিল। তারা মানুষের জন্য লড়তে চেয়েছিল। মানুষের হয়ে সওয়াল করতে চেয়েছিল। ওরা কখনোই কোনও রাজনৈতিক পতাকার আশ্রয় চায়নি। তাহলে অনেক অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে হয়। যা তারা কখনোই চায় না। তাদের আর বুঝতে বাকি নেই যে— গদিতে যারা আসতে চলেছেন প্রতীপ সরকার আসলে তাদের একজন। আর গ্রামের নিরীহ লোকদের আসলে তিনি ব্যবহার করে যাচ্ছেন নিজের স্বার্থে। দলের স্বার্থে।

BanglaBook.org

এই সংগঠন আসলে একটা মিথ্যে মোড়ক। যা উন্মোচন করলেই আসল সত্যটা বেরিয়ে আসবে। ঋতমা আর অগ্রদীপ দুজনেই ঠিক করে নিয়েছে। ওরা প্রতীপ সরকারের দল ছাড়বে। আবার নতুন করে গ্রামের মানুষদের নিয়ে আলাদা দল করবে তারা। মানুষের জন্য লড়বে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে। গ্রামের শিক্ষা আর সমৃদ্ধির জন্য লড়বে। লড়াই থেকে পিছিয়ে আসবে না তারা কিছুতেই। মানুষকে বোঝাতে হবে। সমস্ত মানুষকে বোঝাতেই হবে।

BanglaBook.org

এগারো

ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল ইস্কুলে। বেলা পড়তে এখন অনেক বাকি। যদিও আর কিচুক্কন পর ছুটি হয়ে যাবে ওদের। হুক্কার পাশেই বসে রয়েচে জগন্নাথ। ভাঙা মেঝেতে তিরপল বেছানো। তার ওপর বসে বাচ্চাগুলো পড়াশোনা করে। আজ ইস্কুলে ছুটি পড়বে। দুর্গাপুজোর ছুটি। সোমবার পঞ্চমী। পরশু থেকে পুজো শুরু হয়ে যাচ্ছে। এবারে জগন্নাথের কোনও জামাকাপড় হয়নি। তাতে অবিশ্যি ওর কোনও দুঃখ নেই। আগের বছরের একটা জামা তার মা টাঙ্কে তুলে রেখেচিল। সেখানা দিব্যি নতুন রয়েচে। তাই পরে ঘুরে বেড়াবে সে। সঙ্গে থাকবে হুক্কা, যার ভালো নাম গণেশ। ওর একমাত্র বন্ধু। সবসময়ের সঙ্গী।

ইস্কুলের ভাঙা জানলা দিয়ে জগাই বাইরের দিকে তাকাল। আকাশ কী সুন্দর পরিষ্কার। শরতের নীল মেঘ যেন গাছেদের মাথায় ঝুলে রয়েছে। সবুজে আর নীলে কেমন মেলা বসেছে যেন। জানলার বাইরে একটা বড়ো তেঁতুল গাছ। তার পাশে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অশ্বত্থ গাছটা। রোদ পড়ে সবুজ পাতাগুলো

BanglaBook.org

চকচক করছে। আরও দূরে মাঠের মধ্যে গরু চরে বেড়াচ্ছে। লোকে কাজ করছে ধানজমিতে। সবুজ রঙের ঢেউ তার মনটাকে যেন কেমন উদাস করে তুলছে। মাঝেমধ্যে এমন করে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে নিজের মধ্যে হারিয়ে যায়। কেমন অস্থির হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে। অথচ কীসের সেই অস্থিরতা তা জানা নেই তার।

এবছর পুজোর সেই আবহাওয়াটা নেই। গেরামের লোকজন যারা বাইরে থেকে এই সময়টায় বাড়ি ফেরে, তারা যেন লুকিয়ে ফিরে এসেছে কেউ কেউ। আগে যেমন পাশের বাড়ির নতুন জামাকাপড় দেখতে লোকজন দৌড় দিত, হইচই করত, এবারে তেমন নেই। যেন কেমন একটা চুপচাপ ও থমথমে পরিস্থিতি। সকলের কেমন একটা ছাড়া-ছাড়া ভাব। এমনটি সে আগে কখনও দেখেনি। এই পেথমবার দেখছে। কথাটা হুক্কাকে বলবে কি বলবে না ভাবছিল, ঠিক সেই সময় দিদিমণি বললেন, 'আজকে আর কোনও পড়া নয়।'

ঋতমা দিদিমণির কথা শুনে সকলে খুব খুশি হয়েছে। কে চায় পড়তে?

দিদিমণি আবারও বললেন, 'তোরা কেউ গল্প বলতে পারিস?'

সকলে একে অপরের মুখের দিকে তাকাল।

দিদিমণি সামান্য হেসে বললেন, 'যে পারিস, উঠে দাঁড়িয়ে বল তো শুনি।'

কেউ উঠে দাঁড়াল না। সকলে ভয়ে মিইয়ে গেছে।

দিদিমণি গলা নরম করে বলল, 'ভয় পাচ্ছিস বুঝি?'

তিনি বুচির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই বল দেখি?'

BanglaBook.org

বুচি মুখ কাচুমাচু করে বলল, 'আমি তো কিছু জানিনে।'

ঋতমা দিদিমণি বুচিকে সাহস জুগিয়ে কইলেন, 'পুজোতে কী কী করিস, কোথায় কোথায় ঠাকুর দেখতে যাস, সেসব বল না?'

'কিছু করি নে।'

দিদিমণি হতাশ হয়ে হুক্কাকে বললেন, 'তুই বল।'

হুক্কা একগাল হেঁসে হলুদ দাঁত দেখিয়ে বলল, 'কী?'

'কটা জামা হয়েছে পুজোর?'

'একটা।'

'কে দিয়েছেন?'

'ছোটোপিসি।'

এরপর সুধার দিকে তাকালেন তিনি— 'কী রে? পুজোতে কটা জামা হল?'

'এবছর হয় নে।'

সুধা নামের মেয়েটি সংক্ষেপে জানিয়ে দিল।

জগন্নাথ বাইরের আকাশটার দিকে তাকিয়ে ছিল। কী সুন্দর নীল। যেন কী গভীর! অথচ অতীব সহজ। আগেরবার মুখুজ্যে বাড়িতে পাতপেড়ে খাওয়ানো হয়েছিল। সেসব কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। এবারেও নিশ্চই হবে। গেরামে ওই একটা বাড়িতেই তো বড়ো করে দুগ্গাপুজো হয়। গেরামের সকলে সেকেন সকালতে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে। অনেক বাড়িতে হাঁড়ি চড়ে না। সকলে ওকেনে খাওন-দাওন করে। পুজোর কটা দিন সারা গেরাম যেন মুখুজ্যে বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সারা গেরামের উৎসব ওই একটা মাত্র বাড়িকে কেন্দ্র করেই হয়ে আসছে। আলাদা করে এ গ্রামে আর কেউ পুজো করে না।

BanglaBook.org

‘এই! এই!’

হুক্কার ঠেলায় জগুর হুঁশ ফিরল।

দিদিমণি অনেক্ষণ থেকে তাকে ডেকে চলেছেন। অথচ তার কোনও সাড়াশব্দ নেই। এতটাই চিন্তায় বিভোর সে। হুক্কা ঠেলা মারতেই সে নড়েচড়ে বসল।

চোখে মিষ্টি হাসি নিয়ে ঋতমা দিদিমণি তার দিকে কণ্ঠ রুক্ষ করে বললেন, ‘কী ব্যাপার? ধ্যান কোথায়?’

জগন্নাথ কোনও কথা বলল না। মাথা নীচু করে রইল।

দিদিমণি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ‘পুজোর পোশাক হয়েছে?’

সে দুবার মাথা নাড়াল।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় শৈলেন মাস্টার এসে বললেন, ‘তোমাদের ছুটি। আবার পুজোর পর ভাইফোঁটার পরের দিন তোমাদের ইসকুল খুলবে। যাও সকলে আনন্দ করো।’ একটু থেমে বললেন, ‘সকলের মনে থাকবে তো? ভাইফোঁটার পরের দিন।’

ঋতমা দিদিমণি শৈলেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘এখনও তো একটা বাজেনি শৈলেনদা? ওরা থাকুক না আর কিছুক্ষণ?’

‘স্কুলের দরজা জানলা বন্ধ করতে করতে দশটা হয়ে যাবে। তাছাড়া শুধুমুধু ওদের বসিয়ে রেখে কী করবে? ছেড়ে দাও।’

দিদিমণি আর কথা বাড়ালেন না।

বাচ্ছাগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, ‘ভালো করে পুজো কাটাও সক্কলে।’

BanglaBook.org

ইসকুল থেকে বেরিয়ে তালতলার মাঠের দিকে হাঁটা দিয়েচে দুজনে। হুক্কা আর জগু দুজনে মিলে তেলাকচু তুলতে যাচ্চে। ওই মাঠের ঝোপে অনেক তেলাকচু হয়েচে। সেগুলো পেকে লাল টসটসে হয়ে গেচে। আগেরদিন দেখে এসেছে দুজনে। কী সুন্দর খেতে ওগুলো। নরম। আর কেমন টকটক স্বাদ। অবশ্য মিষ্টি লাগে খেতে। ভেতরে বালি বালি দানা রয়েছে। সেদিন সন্ধেবেলা ওরা যখন মালির বাগানে ঘুড়ির লড়াই দেখে ফিরছিল, ঠিক সেসময় তালপুকুরের ধারের একটা ঝোপে তেলাকচুর ঝাড় দেখতে পেয়েছিল ওরা। কিন্তু অন্ধকার হয়ে আসায় চলে এসেছিল। হুক্কা জগন্নাথকে বলল, 'জোরে পা চালা।'

'ক্যা?'

'যদি পাখিতে খে নেয়?'

'চল। হাত ধর।'

জগু তার ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিল। হুক্কা তার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল, 'নে, দৌড় দে।'

দুজনে দৌড়োতে শুরু করেচে। হঠাৎ পথের মধ্যে পেছন থেকে কে একজন চিল্লে উঠল, 'হেই কচি? হেই? শুনে যা ইদিকে?'

দৌড় বন্ধ করে ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

একজন মাঝবয়েসি লোক। পরনে ধুতি। খালি গা। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। মুখটা তোবড়ানো। গায়ের চামড়ায় ঝুল পড়েছে।

মাঝবয়েসি লোকটি ওদের দিকে এগিয়ে এসে জগন্নাথের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'তুই সর্দারের ছাবাল না?'

জগন্নাথ মাথা নাড়ে।

BanglaBook.org

‘কমলা তোর দিদি না?’

সে আবারও মাথা নাড়ে।

‘তোর দিদি গলায় দড়ি দে চে। তাড়াতাড়ি ঘর যা।’

একমুহূর্ত সে হুক্কার মুখের দিকে তাকাল।

লোকটার কথা কিছুই বুঝতে পারল না।

কথাটা শোনার পর হঠাৎ করেই বন্ধুর হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির পথে দৌড় লাগাল।

প্রাণপণে জোরে দৌড় দিয়েছে সে।

হাঁটু অবধি ধুলোয় ভর্তি হয়ে গেছে তার। হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ির দরজার সামনে এসে থামল। সদর দরজার বাইরে লোকজন রয়েছে। ভেতরে ঢুকে দেখল তাদের বারান্দার সামনে আরও বেশি ভিড়। লোকের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে সে ঘরের ভেতর ঢুকল। তার মা ঘরের দোরগোড়ায় পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। তার মাথার খোঁপা খোলা। পিঠে ছড়িয়ে রয়েছে এলোমেলো কেশ। সে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। মায়ের মাথায় হাত বুলোচ্ছে গৌরীপিসি। পাশে দাঁড়িয়ে রয়েচে পাগলাদাদু। জগন্নাথ ঘরের ভেতরে উঁকি মারল। দিদির পা-দুটোকে ঝুলে থাকতে দেখল সে। আরেকটু এগিয়ে গেল ও। ওর চোখ এসব দৃশ্য দেখলেও মস্তিষ্ক এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। ওর কাছে ব্যাপারটা পুরোটাই কাল্পনিক। সে এগিয়ে গেল আরও কয়েক কদম।

ঘরের ভেতর উত্তমদা দাঁড়িয়েছিল। ওর দিকে তাকিয়ে লোকটা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, ‘কচি, তুই বাইরে থাক। তোর মায়ের কাচে।’

সে উত্তমদার কথায় কোনও কান দিল না। দিদির মুখের দিকে তাকাল।

BanglaBook.org

আড়কাঠ থেকে একটা নাইলনের দড়ি তার দিদির গলা অবধি বাঁধা। কমলার চোখ দুটো অসম্ভবরকম বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মাথার চুল ঘেঁটে গেছে। মুখের জিভ অর্ধেক বেরোনো। দিদির অত সুন্দর মুখটা এমন বীভৎস হয়ে থাকতে দেখে সে কেঁদে ফেলল। জগন্নাথকে পাগলাদাদু নিজের কাছে নিয়ে পিঠ চাপড়াতে লাগল। ভেতর থেকে উত্তমদার গলা পাওয়া গেল। সে ওপাড়ার বুঁচির বাপকে বলছে, 'মরাটা নামিয়ে নে। রেতের মধ্যে পুড়িয়ে ফিরতে হবে।'

বুঁচির বাপ হাঁক পাড়তেই বাইরের ভিড় থেকে আরও কয়েকজন ভিতরে ঢুকল।

ঠিক সেই সময় অগ্রদীপ আর হারাণ মাঝি সেখানে উপস্থিত হলেন।

ওদেরকে বাধা দিয়ে বললেন, 'লাশটাকে হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠাতে হবে।'

অগ্রদীপের কথা শুনে গ্রামের লোকেরা ক্ষেপে গেল।

উত্তমদা বলল, 'থানা, হাসপাতাল, সবকিছু থেকে গেরামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। ওকে কোথায় নে যেতে চাইছেন আপনারা? কোত্থাও নে যাওয়া হবে নে আমার বোনরে। যকন বেঁচে থেকে মাথা কুটে মরচিল, কই কেউ তো এসে একদণ্ড ওর খবরটি নেয় নে? তাওলে এখন দয়া করে বাধা দেতে আসবেন নে আপনারা। এই হাতজোড় করচি আপানাদের সামনে।'

কেউ কোনও কথা বলল না। জগন্নাথের মুখের দিকে একবার তাকাল অগ্রদীপ।

মুখে কোনও কথা বলল না।

BanglaBook.org

ওরা নীরবে ফিরে গেল।

মরাটাকে সকলে মিলে নামিয়ে দাওয়ায় মাদুরের ওপর শুইয়েচে। গৌরীপিসি হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। জগন্নাথের মা পাথর হয়ে দরজায় হেলান দিয়ে বসে রয়েচে। তার মুখে কোনও অভিব্যক্তি নেই। কোনও সাড়াশব্দ নেই। যেন পাথর দিয়ে তৈরি মূর্তি, যার ভেতর কোনও প্রাণ নেই। স্বপ্ন এসে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে। ওপাড়ার কচিবুড়িও ছড়া কাটতে কাটতে কান্নাকাটি করছে। আরও অনেক মেয়েছেলে এসে কান্না শুরু করেছে। ওদের কয়েকজনকে জগন্নাথ চেনে না। তার মা বোধয় চেনে ওদেরকে।

আজ সকালে যখন সে ইস্কুলে বেরচ্ছিল তখন দিদি এসে ওর মুখটা টিপে দিয়ে বলেছিল, 'আয় তো। এট্টু আদর করে দিই তোকে।'

জগুর কপালে একটা চুমো দিয়েছিল কমলা।

একবারের জন্যেও মনে হয়নি ফিরে এসে দিদিকে এরকমভাবে এই অবস্থায় দেখবে।

এ যেন তার কল্পনার অতীত কোনও ঘটনা।

বুকের ভেতরটা কেমন করতে শুরু করেছে তার।

মুখ থেকে শব্দ বেরোচ্ছে না।

কাঁদতে পারছে না সে। কান্নাটা আটকে গেছে বুকের ভেতর।

সে দিদির পায়ের কাছে মাটিতে শুয়ে হঠাৎ করেই গোঙানি দিয়ে উঠল।

কান্নায় ভেঙে পড়ল জগন্নাথ।

BanglaBook.org

বারো

'তুমি এখানে! হঠাৎ?' ঋতমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল অগ্রদীপ।

ওর কথার কোনও উত্তর করল না সে। মাটির দাওয়ায় বেছানো মাদুরের উপর গিয়ে বসল ঋতমা।

সন্ধে নামছে ধীরে ধীরে। পশ্চিমদিগন্তে সিঁদুরের মতো লাল মেঘ ছেয়ে আছে। বাড়ির সামনে যে শিরিষ গাছটা রয়েছে, সেখান থেকে পাখিদের কিচিরমিচির শোনা যাচ্ছে। সামনের মাঠ থেকে গরুগুলোকে নিয়ে ঘরে ফিরছে লোকেরা। আর পুকুরপাড় থেকে দলে দলে উঠে আসছে পাতিহাঁসের দল। অগ্রদীপ বাড়ির সামনের মাটি কুপিয়ে তাতে মুলো শাকের বীজ ছড়াচ্ছিল। বাড়ির সামনে একটা বড়ো বাগান করেছে সে। কৃষিকাজ করতে তার ভালো লাগে। ডাক্তারিটা তার পেশা হলেও চাষ আবাদ করা তার নেশার জিনিস। তাই আজ যখন মাটিগুলো কুপিয়ে নিয়ে বীজ রোপণে ব্যস্ত ছিল, ঠিক তখনই আচমকা ঋতমাকে দেখে অবাক বনে গেছে।

BanglaBook.org

ওকে দেখে অগ্রদীপ ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'দাঁড়াও ভিতর থেকে মোড়াটা বের করে এনে দিই তোমায়।'

ঋতমা অগ্রদীপের চোখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হেসে বলল, 'তার প্রয়োজন নেই।'

খানিকটা ব্যস্ততা দেখিয়ে অগ্রদীপ নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, 'মা একটু আগে মাঠে গিয়েছেন। এখনই চলে আসবেন। বোসো।'

ঋতমা বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল।

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অগ্রদীপের ঘেমে যাওয়া মুখের দিকে।

ওকে আশ্বস্ত চোখে বলল, 'আমাকে দেখে এত অপ্রস্তুত হয়ে ওঠার প্রয়োজন নেই। কাল সকালে বাড়ি যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু এবারে আর যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি হস্টেলেই থাকব ঠিক করেছি।' একটু থেমে গিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে এবারের পুজো কাটাব ঠিক করেছি।'

অগ্রদীপ খানিকটা মজা করে বলল, 'তাই? কিন্তু কেন?'

'আমার ইচ্ছে।'

ঋতমা সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

ওরা আর কোনও কথা বলে না।

চুপ করে তাকিয়ে থাকে একে অন্যের চোখের দিকে।

'দাঁড়াও লম্ফটা জেলে আসি। হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে দাওয়ায় রাখতে হবে।'

ঘরে যাওয়ার মুহূর্তেই অগ্রদীপের মা মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফিরলেন। ঋতমাকে দেখে বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে তিনি বললেন,

BanglaBook.org

‘ও মা! তুমি কখন এলে মা? দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন বাইরে? এসো, বোসো একেন।’

মাটির বারান্দায় একখানা মোড়া দিয়ে তিনি তার মুখের দিকে তাকালেন।

ঋতমা তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

ছেলের মুখে ওর কথা তিনি পূর্বে অনেক শুনেছেন। তাছাড়া এমন নয় যে আজই প্রথম এ বাড়িতে সে এসেছে। এর আগেও অগ্রদীপের কাছে বেশ কয়েকবার সে সংগঠনের কাজে এখান থেকে ঘুরে গেছে। কাজেই নতুন করে তিনি বিন্দুমাত্র কৌতূহলী হলেন না।

হাসিমুখে ঋতমাকে কাছে ডাকলেন— ‘চাট্টি মুড়ি খাও। ভালো চাল দিয়ে ঘরেই ভেজেচি। নগেনপুরের ভালো পাটালি আছে। দিই তোমায়?’

সে খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ে বলল, ‘না মা। আমি এখন কিছু খাব না।’

এই বলে তার হাতের একখানা প্যাকেট সে মায়ের হাতে দিল।

তিনি অবাক হলেন প্যাকেটটা হাতে নিয়ে— ‘এই কাপড়খানা আমায় কেন দিচ্ছ মা?’

‘আপনার জন্য এনেছি। মেয়ের তো মন করে আপনাকে কিছু দিতে। ফিরিয়ে দেবেন না যেন?’

তার ছেলের মুখের দিকে তিনি নীরবে তাকালেন একবার। অগ্রদীপ দাওয়ার এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখে তার প্রশান্তি এবং কিছুটা লজ্জা। ওর মা ঋতমাকে কোনও কথা বললেন না। চোখের নীচে সামান্য ভেজা মনে হল। তিনি ঘরের ভিতরে গেলেন। টাঙ্কের

BanglaBook.org

ভেতর থেকে কী একটা জিনিস বের করলেন। অন্ধকারে ভালো বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ পর ধীর পায়ে ঋতমার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

ওর হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বললেন, 'আমার আর খুব বেশি দিন নেই মা। আমি বুঝতে পারি। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলি নে কাউকে। কিন্তু এই তোমায় বলে গেলুম, আমার ছেলেটাকে ভালো রেখো।'

তিনি ঋতমার হাতদুটিতে সোনার নোয়া পরিয়ে দিলেন। শ্লেষা জড়ানো গলায় বললেন, 'ছেলেকে অনেকবার কয়েচি, আমার রিতুকে একবার নে আসিস। ওর সঙ্গে কথা কইব। সে কিছুতেই আমার কথা কানে তোলেনে। আজ যখন তুমি এলে, তখন আমার শেষ ইচ্ছেটুকু তোমায় জানিয়ে রাখলুম। আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না। অগ্রের চোখের দিকে তাকিয়ে তো আমি বুঝতে পারি। তার মনে তুমি কতটা তা আমি জানি। ওকে তো আমি পেটে ধরেছিলুম। ওর মনের খবর আমি না রাখলে কে রাখবে বলো? আমার সময় শেষ হয়েছে। তোমরা এবার এ বাড়ির হাল ধরো। তোমাদের হাতদুটো এক করে দিয়ে আমি শান্তিতে চোখ বুজে ফেলব।'

এই বলে থামলেন তিনি। অগ্রদীপ দূরে দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ঋতমার চোখের পাতায় জল। সে মা-কে আরেকবার প্রণাম করল।

ওর মা তাকে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন, 'আমি হয়তো চোখে দেখে যেতে পারব না। কিন্তু প্রাণভরে আশীর্বাদ করে গেলুম তোমরা দুজনে যেন সবসময় সুখী হও।'

BanglaBook.org

রাস্তার পাশে ঝিঁঝিঁ ডাকতে শুরু করেছে। সাইকেল নিয়ে ঋতমাকে হস্টেলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে অগ্রদীপ। এরই মধ্যে অন্ধকার কুক্কুক্ করছে। চাঁদের আলোয় গাছপালাগুলো কেমন মায়াবী হয়ে উঠেছে। ঘন জ্যোৎস্নায় চারদিক যেন ভেসে যাচ্ছে। দূরে সোঁদালি ফুল ফুটে আছে মাঠে। এছাড়া অনেক দূরের জমিতে রজনীগন্ধার চাষ করেছে কেউ। ফুলের গন্ধ ম-ম করছে। সাইকেলটাকে হাঁটাতে হাঁটাতে নিয়ে যাচ্ছিল অগ্রদীপ। ঋতমা ওর পাশেই মাথা নীচু করে হেঁটে যাচ্ছে।

নীরবতা ভঙ্গ করে অগ্রদীপ বলল, 'হঠাৎ চুপ করে গেলে যে? কিছু ভাবছ মনে মনে?'

ঋতমা মাথা নাড়ায়— 'কিছু না। আগের দিনের ঘটনাটার কথা ভাবছি।'

'এটাই তো স্বাভাবিক।'

কিছুটা থেমে গিয়ে অগ্রদীপ আবার বলল, 'আমরা সংগঠন ছাড়তে চাইছি এটা তো ওরা স্পষ্ট বুঝতে পারছে। আর সব থেকে বড়ো কথা হল কেন সংগঠন ছাড়তে চাইছি সেটা তো ওদের বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি। কাজেই তুমি বা আমি যে এই মুহূর্তে হুমকি পেতে পারি কিংবা এমনকী খুন হয়ে গেলেও খুব আশ্চর্যের কিছু মনে হবে না।'

ঋতমা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিন্তু এভাবে তো আসলে প্রতীপদা গ্রামের সমস্ত মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছেন। তিনি নিজ স্বার্থের জন্য প্রত্যেককে ব্যবহার করছেন। এই বিষয়গুলো সকলকে বোঝাতে হবে। নাহলে সাধারণ গ্রামবাসী বিপদে পড়বেন।'

BanglaBook.org

‘কেউ বুঝবে না এসব। তুমি কাউকে বোঝাতে পারবে না একথা। ছেড়ে দাও। বরং আমদের নীরব থাকাটাই শ্রেয়। অন্তত যদি প্রাণে বেঁচে থাকতে চাও। চারদিকের অবস্থা দেখছ তো? আশেপাশের সমস্ত গ্রামে আগুন জ্বলছে। রোজ মানুষ খুন হচ্ছে। হেঁতালদুনির চেহারাটা গত দু-মাসে কেমন আমূল পালটে গেল। দিনের বেলায় বোম পড়ছে লক্ষ্মীপুরে। ভাবতে পারছ এসব? বন্দুকের গুলি চলছে আমাদের মিনাপুরে। এসব এতদিনে এই প্রথম। কাজেই তুমি যে আগের দিন স্কুলে প্রতীপদার দলবলের কাছে হুমকি খেয়েছ, সেটা খুব স্বাভাবিক।’

‘কী করা উচিৎ আমাদের এই মুহূর্তে কিছুই বুঝতে পারছি না অগ্রদীপ।’

মুহূর্ত মৌন থেকে সে বলল, ‘রিতু একটা কথা বলব তোমায়?’

সে ওর চোখের দিকে তাকাল। চাঁদের অর্ধেক আলো এসে পড়েছে অগ্রদীপের মুখে।

নীরবে ওর চোখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, ‘কী বলবে?’

‘তুমি এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাও রিতু। এখানকার অবস্থা দিনদিন খারাপ হয়ে আসছে।’

‘আমি একা ফিরে যাব অগ্রদীপ?’

সে নীরব হয়ে রইল।

ঋতমা ভেজা গলায় বলল, ‘তোমাকে ভালোবেসে এতদূর ছুটে এসেছি।’

ওর হাতখানা বুকে টেনে নিল অগ্রদীপ। কিছুক্ষণ বুকের কাছেই ধরে থাকল হাতখানা।

BanglaBook.org

এরপর দীর্ঘক্ষণ আর কোনও কথা বলল না দুজনে।

মাটির রাস্তার দুপাশে শুধু বড়ো বড়ো গাছ। আর ঝোপঝাড়। পোকামাকড়ের ডাকে কানে তালা ধরে যাওয়ার জোগাড়। ধীর পায়ে চলতে চলতে অগ্রদীপ পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করল।

ঋতমাকে বলল, 'যে মেয়েটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, তাদের বাড়ি গিয়েছিলাম আজ সকালে। খুব কষ্ট হচ্ছিল জগন্নাথের জন্য।' একটু থেমে বলল, 'কিছু টাকা দিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গে কৈলাসদাও ছিলেন। ওর মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছি না।'

ঋতমা চুপ করে রইল।

গ্রামের পথ শেষ হয়ে বড়ো রাস্তায় পৌঁছোল তারা। এখান থেকে বাসে উঠে চলে যাবে সে। যতক্ষণ না বাস আসে ততক্ষণ অগ্রদীপ দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়।

BanglaBook.org

তেরো

হেঁতালদুনির আকাশে বারুদের কালো ধোঁয়া উড়ছে। মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। চারিদিকে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু করেছে মানুষ। ঘরে ঘরে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। পার্শ্ববর্তী সমস্ত গ্রামগুলির চিত্রও একই। দিনেরাতে খুন হয়ে যাচ্ছে মানুষ। রাজনীতির কালো বেষ্টন কাউকে বাদ রাখছে না।

সনকা নিজের ছেলেকে নিয়ে ক্রমশ চিন্তিত হয়ে পড়ছে। কীভাবে মানুষ করবে জগন্নাথকে? কীভাবে ওরা বেঁচে থাকবে এই অস্থির দিনগুলোয়? গ্রামে গ্রামে যে খবর ছড়িয়ে পড়ছে তা চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ কর্মকারের সর্বক্ষণের সঙ্গী সৌরভ মুখোপাধ্যায় খুন হয়েছেন। এই খবর জানাজানি হওয়ার পরই গ্রামের তেরোটা বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে বিরোধীরা। অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার কেউ নেই। পুলিশের কোনও ভূমিকা নেই এই গ্রামে। একমাত্র প্রতীপ সরকারের কথাই শেষ কথা হিসেবে এখানে বিবেচিত হতে শুরু

BanglaBook.org

করেছে। কিন্তু তিনিও চোখের বদলে চোখ ছাড়া অন্য কোনও শান্তিপূর্ণ পথ দেখাতে পারেননি গ্রামবাসীকে। মূলত নিজ স্বার্থে গ্রামের পরিবেশটাকে ক্রমশ হিংস্র করে তুলেছেন। এই পরিস্থিতি খুব সহজে যে পালটাবে না, তা বলাইবাহুল্য। এসব সনকা বুঝতে পারছে। তাই ছেলেকে নিয়ে সে খুবই চিন্তায় পড়েছে। নিজের নাহয় বয়েস শেষের পথে, কিন্তু তার ছেলেটার জীবন তো এইসবে শুরু হচ্ছে। এখন কী করে তাকে নিয়ে তিনি এখানে একা পড়ে থাকবেন? এই তো কদিন আগে ভোলার মা কইছিল, এই গেরাম ছেড়ে তারা দূরে অন্য কোথাও চলে যাবে। এমনকী গৌরী ও স্বন্নদের পরিবারও গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথা ভাবছেন। তাহলে সে একা কী করে থাকবে এখানে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসবই ভাবছিল সনকা। হঠাৎ করে বাঁশের জানলার পাশে অন্ধকারে আবছা ছায়া পড়ল কয়েকজনের। প্রথমে ভাবল শিয়াল। কিংবা হায়নাও হতে পারে। এই সময় প্রতিবছর হায়নার দল বেরোয় গ্রামে। কিন্তু নাহ। ভালো করে কান পেতে শুনল। মানুষের পায়ের শব্দ। একজন নয়। একাধিক মানুষের পায়ের শব্দ। ফিসফিসিয়ে কথা বলছে কয়েকজন। খুব ধীরে, যেন শব্দ না হয়— এমনভাবে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সনকা। মাটির দেওয়ালের কাছে গিয়ে জানলার ধারে কান পাতল। কারা এরা? গ্রামের লোকজন? নাকি অন্য দলের লোকেরা? কী করছে এখানে? একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন হুড়মুড় করে তার মাথার ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। সে দেওয়ালের কাছেই দাঁড়িয়ে লোকগুলোর কথা শোনার চেষ্টা করল। কিছু বুঝতে পারল না। চারদিকে রাতের

BanglaBook.org

পোকাগুলো এমন চিৎকার জুড়েছে যে কিছু বুঝে ওঠা দুরূহ ব্যাপার। তবুও সনকা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল দেওয়ালের কাছেই। বিছানায় জগন্নাথ তার কোলের কাছে শুয়ে ছিল। সে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসল। তার মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে। সনকা হাতে ইশারা করে জগুকে মুখে শব্দ করতে বারণ করল। কিছুক্ষণ কেটে গেল। আর কোনও শব্দ পাওয়া গেল না কারোর। সনকা ফিরে এসে বিছানায় উঠল। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জল খাবি কচি?'

জগু মাথা নাড়াল।

ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বুকে পিঠে চাপড়াতে লাগল— 'ঘুমিয়ে পড়। রাত একন অনেক বাকি। বুজলি?'

জগাই তার মায়ের বুকে মাথা রেখে একটু হাসল।

তার মায়ের গলা ধরে আরও কাছে গিয়ে ডাগর ডাগর চোখে জিজ্ঞেস করল, 'রাত কীভাবে শেষ হয় মা?'

ওর মা কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল।

বলল, 'আজিকের এই যে রাত, এই যে দেকতে পাচ্চিস কালো কুচকুচে রাত্তির, এসব বেশিক্ষণ থাকেনে কখনও। আজি যে রজনী যায় তা নতুন দিনের আলো নিয়ে আসে।'

সনকাকে জড়িয়ে ধরে জগন্নাথ— 'আমার বড্ড ভয় করতেচে মা।'

'ভয় কীসের রে? ওই যে বললুম, আজিকের রজনী নতুন দিনের আলো নে আসবে। দেকবি কালু আর কোনও ভয় থাকবে নে। কোনও কলুষতা থাকবে নে। একটা নতুন, একটা সুন্দর সাজানো সকাল অপেক্ষা করতেচে।'

BanglaBook.org

'মা! ওই দ্যাকো!'

জগন্নাথ চিৎকার করে উঠল।

সনকা চোখ ফেলল দরজার দিকে।

সদর দরজা খুলে ফেলে কারা যেন ভেতরে ঢুকেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে নেমে এল সে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেল অন্ধকারে। চারজন ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। আর পাঁচজন লোক বাইরের বড়ো দালানে দাঁড়িয়ে রয়েচে।

তার মা কাঁপা গলায় বলল, 'কী চাই? কে তোমরা?'

লোকগুলো কোনও কথা বলল না।

ওদের মুখগুলো গামছা দিয়ে বাঁধা। চেহারা দেখে চেনার কোনও উপায় নেই।

সনকা চিৎকার করে উঠল এবার।

একজন সনকার চুলের মুঠি ধরে তাকে টানতে টানতে বাইরের বারান্দায় নিয়ে এল। বাকি দুজন সনকাকে শক্ত করে ধরে রয়েছে। ছেলের চোখের সামনে মায়ের পরিধেয় বস্ত্র টান মেরে খুলে নিল লোকগুলো। শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল তুলসীতলায়। জগন্নাথ কেঁদে চেঁচিয়ে বিছানা ছেড়ে নামার সময় ওদের হাতে চড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। ওর মাথায় লেগেছে। তার ওঠার ক্ষমতা নেই। সে মাটিতে শুয়ে শুয়ে বুকিয়ে কাঁদছে—'আমি মায়ের কাচে যাব। আমার মা রে ছেড়ে দাও। আমার মা রে ছেড়ে দাও।'

ওকে ঘরের ভেতর রেখে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল লোকগুলো।

BanglaBook.org

সনকাকে মাটিতে উলঙ্গ করে শোয়ানো হয়েছে। সে হাতজোড় করে লোকগুলোর পায়ে পড়ছে— 'আমারে ছেড়ে দেন। আমার ছেলেটার সামনে....আমারে ছেড়ে দেন আপনারা।' সনকা কাঁদছে। বুকে দম আটকে যাচ্ছে তার। পৃথিবীর মাটি মায়ের রক্তে ভিজছে। লোকগুলো সারারাত ধরে ধর্ষণ করল তাকে। সনকার দেহে আর প্রাণ নেই। চোখ খোলার মতো অবস্থা নেই। যাওয়ার আগে একটা লোক দাঁতে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মিছিলে যাবি আর? আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবি? যা। এইবার যা। ল্যাঙটো হয়ে যা। খানকি কোথাকার।'

দলের আরেকজন এসে বলল, 'এই মাগিরে বাঁচিয়ে রাখা যাবে নে।'

অন্যজন বলল, 'মাটি খুঁড়ে পুঁতে দে যাই একেন।'

'না। আগে পোড়াতে হবে।'

'তেল তো এনেচি সঙ্গে।'

'তালে ছড়িয়ে দে।'

সনকার গায়ে কেরোসিন তেল ঢালা হল। তার কোনও হুঁশ নেই। চোখ বুজে পড়ে রয়েছে সে।

'সদর দরজাটা দে আয়।' খসখসে গলায় একজন বলল।

নিমেষেই সনকার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল তারা। এই রোগা দুঃখী মেয়েটা পুড়তে খুব বেশি সময় নিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহের অর্ধেকের বেশি অংশ ছাই হয়ে গেল তার। দেখে চেনবার কোনও উপায় নেই। লোকগুলো আধপোড়া লাশটাকে টেনে নিয়ে বাইরে গেল। বাড়ির পেছনে যে ডোবাটা জঙ্গলে ভর্তি হয়ে রয়েছে, সেখানে পোড়া দেহটা সবাই মিলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

BanglaBook.org

চোদ্দো

'সাবধানে যেও।'

সামনের ধু-ধু দূরের রেললাইন থেকে শিয়ালদাগামী ট্রেন এগিয়ে আসছে।

ঋতমা মাথা নীচু করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পাশেই জগন্নাথ। সে তার হাতখানা ধরে রয়েছে। অগ্রদীপ ট্রেনের দিকেই তাকিয়ে রইল। মুখে কোনও কথা বলল না।

হেঁতালদুনির মানুষেরা ঘরে ঘরে খুন হচ্ছে। মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছে। পুলিশের কোনও অস্তিত্ব নেই। প্রশাসনের সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত গ্রামগুলিকে। গ্রামের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রায় একমাস কেটে গেছে দেখতে দেখতে। অবস্থার ক্রমশ আরও অবনতি হয়েছে। এখানকার মানুষেরা ভয়ে গ্রাম ছেড়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে অন্যত্র। বিরোধী দলের প্রধাণ নেতা বিদ্যুৎ কর্মকার খুন হয়ে গেছে। প্রতীপ সরকার এখন নিজের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছেন। বিরোধী দলের মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

BanglaBook.org

কাজেই নিজেদের আবছা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। কিন্তু একে একে পুরোনো দলটাকে মুছে ফেলছে প্রতীপদার দল। একটা বদল দেখা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন নতুন কোনও দিন আনতে সক্ষম হবে? নাকি শুধু গদিটুকু পালটে যাবে, বাদবাকি সব একই রইবে?

অগ্রদীপ দূরের ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে ঋতমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে। তাকে চন্দননগরে নিজের বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে সে। স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিতে বলেছে তাকে। এই গ্রামে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এখানে থাকার মতো পরিবেশ নেই। ওর সঙ্গে জগন্নাথকেও শহরে পাঠানো হচ্ছে। ওখানে থেকেই পড়াশোনা করবে সে। দিদিমণির বাড়িতেই থাকবে সে এখন থেকে। নিজের গেরাম, নিজের পিতৃপুরুষের মাটি থেকে অনেক দূরে। অগ্রদীপ জানে ওখানে সে ভালো থাকবে।

ট্রেন ঢুকছে প্ল্যাটফর্মে।

ঋতমা কাছে সরে এল অগ্রদীপের।

নীচু হয়ে তার পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

কান্নাভেজা গলায় বলল, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি।'

অগ্রদীপ মুখে কিছু বলল না।

দুজনের চোখের কোণ ভিজে উঠল।

চোখও তো কথা বলতে জানে।

কী বলল তারা একে অপরকে?

ট্রেন ছেড়ে দিল। জানলা দিয়ে হাত বাড়াল ঋতমা। অগ্রদীপের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। জগন্নাথ একমনে তাকিয়ে রইল দূরের ধানখেত আর মাটির সরু রাস্তার উপরকার

BanglaBook.org

খেজুর গাছের সারির উপর। একদল পাখি উড়ে যাচ্ছে। আকাশটা কী নীল! একটা কান্না এসে তার বুকের ভেতর ধাক্কা মারল আচমকাই।

মায়ের মুখটা মনে পড়ছে তার।

দূরের ওই উজ্জ্বল মেঘের ভেতর থেকে তার মা যেন হাসিমুখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সনকা যেন তার ছেলের মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে তার কপালে একটা চুমো খেয়ে বলছে— 'বাবু, কোনও দুষ্টুমি করবিনি। দিদিমুনির কথা মতো চলবি। মন দিয়ে পড়াশোনা করবি। বড়ো হ তুই। অনেক বড়ো হ। বেঁচে থাক আমার ছাবাল। এই আমি আশীর্বাদ করলুম।'

জগন্নাথের দুগাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org